দি ইনভিজিবল ম্যান

এইচ জি ওয়েলস

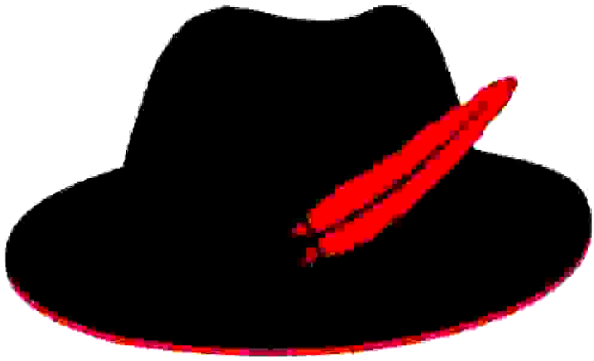

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দি ইনভিজিবল্ ম্যান

এইচ. জি. ওয়েলস্

অনুবাদক ঃ অভীক রায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বিভা এণ্টারপ্রাইজ
কলিকাতা—৬৫

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রকাশিকা
শ্রীমতী বিভা ব্যানার্জী
কলিকাতা—৬৫

ব্যবস্থাপনায়
শ্রীমতী তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৯৩

একমাত্র পরিবেশক
জগজ্জ্যোতি
স্টল নং-৭০
১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ
কুমার অজিত

মুদ্রণে
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

www.BanglaBook.org

উৎসর্গ

কল্পবিজ্ঞানের উৎসুক পাঠক
ও পাঠিকাদের
উদ্দেশ্যে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

দি ইনভিজিবল্ ম্যান

এইচ. জি. ওয়েলস

ফেব্রুয়ারীর শুরু। দারুণ শীত পড়েছে। এত শীত, লোকে বাইরে বেরোতে ভরসা পাচ্ছে না। রাস্তায় একটা কুকুরও পর্যন্ত নেই। বরফ পড়ছে ঝির ঝির করে। কনকনে ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা বাতাস যেন দেহ ভেদ করে হাড়ে গিয়ে বি ধছে। প্রতি মুহূর্তে শিরশির করে শরীর। এইরকম জনমানবহীন নিরালা রাস্তা ধরে ব্র্যাম্বেলহার্টস রেল স্টেশন থেকে একটি লোক হেঁটে আসছে। অদ্ভুত পোষাক লোকটির পায়ে, দীর্ঘ চেহারা, হাতে মোটা দস্তানা, মুখের প্রায় পুরোটা বেল্ট হ্যাটে ঢাকা। শুধু দেখা যাচ্ছে নাকের চকচকে ডগা-টুকু। হাতে ছোট্ট কালো রঙের একটা ব্যাগ। ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে ঠাসা। নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে লোকটি। দেখে মনে হচ্ছে ভীষণ ক্লান্ত। দেহ যেন আর বইছে না। কোনরকমে পা টানতে টানতে সে একটি সরাইখানার সামনে এসে দাঁড়াল। একটা ঘর দরকার তার। এক্ষুনি দরকার।

এই সরাইখানার মালিক মিসেস হল নামে এক ভদ্রমহিলা। সেই সব দেখাশোনা করে। খুব একটা বয়স নয় মিসেস হলের। প্রায় যুবতীই বলা চলে। শক্ত সামর্থ সুন্দর চেহারা। লোকটি ভেতরে ঢুকে মিসেস হলকে বলল, একটা ঘর দিতে পারেন?

—কার জন্য?

—কার জন্য আবার আমি থাকব?

—সঙ্গে আর কে আছে আপনার?

—দেখছেন তো আমি একাই। আবার কে থাকবে?

— ঘর তো একটা খালি আছে।

www.BanglaBook.org

—তাহলে দেখান সেই ঘর। আমি এক্ষুনি বুক করতে চাই।

—তবে দু পাউণ্ড এ্যাডভান্স লাগবে কিন্তু।

—এ্যাডভান্স।

—হ্যাঁ। দু পাউণ্ড।

—বেশ তাই দেব। আর দরাদরি করতে চাই না।

—আসুন আমার সঙ্গে।

অতিথিকে নিয়ে বসবার ঘরে বসাল মিসেস হল। মনে মনে সে খুব খুশী হয়েছে। শীতকালে অতিথি পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। এবছরে আবার শীতটা যেন বেশি পড়েছে। বড় ভাল অতিথি তো! যা বললাম তাতেই রাজী হয়ে গেল। কোনরকম দরাদরিও করল না। আজ আমি নিজের হাতে অতিথি সেবা করব, ঠিক করলেন মিসেস হল।

রান্নাঘরে এসে মিসেস হল চটপট রান্না বসিয়ে দিল। ঝি মিলিকে বলল, তাড়াতাড়ি হাত চালা। কত ক্লান্ত হয়ে এসেছেন ভদ্রলোক! তুই এদিকটা একটু এগিয়ে নে। আমি ওঁকে ঘরে বসিয়ে আসছি।

বসবার ঘরে ফিরে এল মিসেস হল। আগন্তুককে বলল, আসুন স্যার, আপনার ঘরটা দেখিয়ে দি।

চলুন।

—আশা করি ঘরটা আপনার ভালই লাগবে।

অতিথিকে নিয়ে নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকল মিসেস হল। ঘরের আগুনটা একটু ভাল করে ঘুঁচিয়ে দিল। তারপর বলল, হ্যাট আর কোট খুলে আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি একটু রান্নাঘর থেকে আসছি।

রান্না চাপিয়েছেন তো?

—হ্যাঁ স্যার। রান্না সব চাপিয়ে দিয়েছি। একটু বাদে আপনি গরম গরম খেতে পারবেন। বসুন, আমি আসছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রান্নাঘরে এসে মিলিকে তাড়া দিল মিসেস হল, কি রে, দেরী করিস না যেন। জল্‌দি জল্‌দি হাত চালা, ওঁর মনে হয় খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

এই তো মা আমি তো হাত চালাচ্ছি।

রান্না কিছুটা এগিয়ে মিসেস হল আবার অতিথির ঘরে গেল। ঘরের আগুন ভালমতই জ্বলছে। অথচ ভদ্রলোক এখনো ভিজা হ্যাট কোট পরে বসে আছে। একটু অবাক হল মিসেস হল। লোকটা তার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে। মিসেস হল বলল, আপনার হ্যাট আর কোটটা দিন না স্যার। রান্নাঘর থেকে ভাল করে শুকিয়ে আনি।

কোন দরকার নেই। এগুলি এমনিতেই শুকিয়ে যাবে।

—ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে!

—কিছু হবে না। অকারণে আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না।

মিসেস হল লক্ষ্য করল, লোকটির চোখে নীল রঙের চশমা। পুরো মুখটা দাড়ি গোঁফে ঢাকা। তবু সে আরেকবার বলল, হ্যাট আর কোটটা দিতে পারতেন স্যার আমি এক্ষুনি শুকিয়ে এনে দিতাম।

—বলছি তো কোন প্রয়োজন নেই। লোকটা একটু বিরক্তির সঙ্গে বলল।

ঠিক আছে। আমি আপনার খাবার নিয়ে আসছি।

রান্নাঘর থেকে লোকটির জন্য খাবার নিয়ে এল মিসেস হল। টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে গেল। একটু বাদে ঘরে এসে ছাখে, লোকটি সেইরকমই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। বাইরে তাকিয়ে আছে। মিসেস হল বলল, আপনার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে স্যার, খেয়ে নিন।

—খাব। আপনি এখন আসুন।

মিসেস হল ঘর থেকে বেরোতেই লোকটা টেবিলের কাছে এল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল মিসেস হল। দ্রুত টেবিলের নিচে বসে পড়ল লোকটা। মিসেস হল দেখল, সাদা মতো কি যেন

www.BanglaBook.org

টেবিলের নিচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বোধহয়, কিছু পড়ে গেছে, কুড়িয়ে নিচ্ছে—সে ভাবল। কোট আর হ্যাট চেয়ারের উপর রাখা। ও দুটি তুলে নিয়ে মিসেস হল বলল, আমি এগুলো নিয়ে যাচ্ছি স্যার। শুকিয়ে এনে দেব।

হ্যাট নিতে হবে না ওটা থাক। কথা বলতে বলতে লোকটি টেবিলের নিচ থেকে বেরিয়ে এল। স্তম্ভিত হয়ে মিসেস হল দেখল, লোকটি তার মুখের সামনে একখানা রুমাল ধরে রেখেছে। চোখ মুখ তার কিছু দেখা যাচ্ছে না। নীল রঙের মোটা কাঁচের চশমা, নাকের গোলাপি রঙের ডগা এবং গোটা মুখখানা সাদা ব্যাণ্ডেজে ঢাকা। অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে মিসেস হল তাকিয়ে রইল তার দিকে। ভয়ে বুক কাঁপছে তার। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রান্না-ঘরে এসে চিন্তা করল এরকম অদ্ভুত ধরনের মুখ কেন? কি হয়েছে লোকটার? ভাল করে চিন্তা করার চেষ্টা করল সে। ভয়টা একটু কেটে যেতে ভাবল, এমন তো হতে পারে লোকটার কোন দারুণ দুর্ঘটনা ঘটেছিল। হয়তো সেই দুর্ঘটনাতেই তার মুখটা ওরকম জঘন্য ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হয়তো বড় ধরনের কোন অপারেশন হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে মুখের সামনে ওরকম রুমাল ধরে কথা বলবে কেন? এটা আবার কোন ধরনের ভদ্রতা? দুর্ঘটনা ঘটেছিল হয়তো ঘটতেই পারে। অপারেশন হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে ওভাবে রুমাল মুখের সামনে ধরবে কেন? নাঃ সহবৎ জ্ঞান একটু কম আছে লোকটির।

খানিকক্ষণ বাদে খাওয়ার টেবিল পরিষ্কার করার জন্য মিসেস হল আবার অতিথির ঘরে এল। লোকটি এখন চুপচাপ পেছন ফিরে বসে পাইপ টানছে। মিসেস হলের দিকে না তাকিয়ে সে বলল, স্টেশনে আমার কয়েকটা বাক্স থেকে গেছে। ওগুলো যে আনিয়ে নিতে হবে। পারবেন?

—নিশ্চয়ই পারব স্যার। কালই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

www.BanglaBook.org

—আমার পাইপটা নিভে গেছে। দেশলাই আছে?

—আছে স্যার। এক্ষুনি দিচ্ছি। চট করে দেশলাই এনে দিল মিসেস হল। হেসে বলল, বড্ড ঠাণ্ডা তো, তাই পাইপ নিভে যাচ্ছে।

—হুঁ। এবার আপনি যান। আমি একটু একা থাকব।

—ঠিক মতন খেয়েছেন তো স্যার?

—খেয়েছি। এখন আপনি আসুন। আমাকে একটু একা থাকতে দিন।

—আচ্ছা স্যার।

দুই

বিকেলবেলা টেড্ হেন্‌ক্রি এল মিসেস হলের কাছে। বিকেলবেলা সে মাঝে মাঝে এখানে আড্ডা মারতে আসে। ঘড়ি মেরামতের কাজ করে। কায়ক্লেশে দিন চলে যায়। টেড্‌কে দেখে মিসেস হল খুশী হয়ে বলল যাক তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। আমার একটা ঘড়ি একটু দেখে দাও তো।

—কোন ঘড়ি?

—একটা ঘরের। আমার নতুন অতিথি এসেছে জান তো?

—তাই নাকি। সুখবর তাহলে। চল তোমার নতুন অতিথির আলাপ করে আসি।

—আলাপ-টালাপ করা উনি বিশেষ পছন্দ করেন না। তুমি ওঁর ঘরের ঘড়িটা দেখে দাও। ঘণ্টার কাঁটা কাজ করছে না।

—চল দেখছি।

টেডকে নিয়ে লোকটির ঘরে এল মিসেস হল। আগুনের কাছে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে লোকটি। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অদ্ভুত ধরনের মুখ। মুখটা যেন হাঁ করে আছে। কি প্রকাণ্ড হাঁ। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, ঘড়িটা একটু ঠিক করতে হবে স্যার। আপনার অসুবিধা হবে।

www.BanglaBook.org

—না না অসুবিধা কিসের! উঠে দাঁড়াল লোকটি, কি হয়েছে এ ঘরের ঘড়িতে?

—ঘণ্টার কাঁটা তেমন কাজ করছে না। তাই একে নিয়ে এসেছি।

—আচ্ছা। চটপট করে ফেলুন।

লোকটির অদ্ভুত চেহারা দেখে টেডি বেশ ঘাবড়ে গেছে। মিসেস হলকে বলল লোকটি, ঘড়ি সারানো হলে আমাকে চা দিয়ে যাবেন তার আগে আসবেন না।

—তাই হবে স্যার।

—আর শুনুন, বাক্সগুলো কাল পাচ্ছি তো?

—নিশ্চয়ই।

—ওগুলো আমার খুব কাজের জিনিষ। আপনি বোধ হয় জানেন না আমি একজন বৈজ্ঞানিক।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। নিরিবিলিতে কাজ করব বলেই আইপিঙে এসেছি। কাজের সময় কোনরকম ব্যাঘাত আমি সহ্য করি না। আরেকটা কথাও আপনাদের জেনে রাখা দরকার, আমার জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এজন্য আমি একলা থাকতে চাই। খুব প্রয়োজন এটা। চোখদুটো মাঝে মাঝে ভীষণ ব্যথা করে। বড় দুর্বল লাগে। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে থাকি। আবার কোন অপরিচিত লোক ঘরে এলে আমার খুব অস্বস্তি হয়। কথাগুলো কিন্তু মনে রাখবেন। নইলে এখানে থাকতে আমার অসুবিধা হবে।

—অবশ্যই মনে রাখব স্যার। টেডি, তুমি ঘড়িটা ঠিক করে ফেল। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মিসেস হল। লোকটি দাঁড়িয়ে টেডির ঘড়ি মেরামত দেখতে লাগল। টেডির কিন্তু ইচ্ছা লোকটির ব্যাপার স্যাপার ভাল করে জানা। প্রথম থেকেই লোকটিকে তার কেমন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সন্দেহ হচ্ছে। কিরকম যেন অদ্ভুত ধরণ। স্বাভাবিক মানুষের মত নয়। ঘড়ি মেরামতের কাজটা সামান্যই। এ সামান্য কাজ সারতে টেডির বেশ সময় নিল। ইচ্ছে করেই। ঘড়ি ঠিক করতে করতে মাঝে মাঝে কৌতূহলের চোখে সে লোকটির দিকে তাকাচ্ছে। টেডির কৌতূহল দেখে লোকটি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, কি ব্যাপারটা কি? ঘণ্টার কাঁটা ঠিক করতে এত সময় লাগে? চটপট কাজ শেষ করে চলে যাও। এরকম বাজে কৌতূহল আমি পছন্দ করি না। সামান্য কাজে এত সময়!

—এই তো স্যার হয়ে গেছে। চটপট ঘড়ি ঠিক করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল টেডি। লোকটার এ জাতীয় অভদ্র আচরণে সে খুবই অপমানিত হয়েছে; মিসেস হলকে বলল, অদ্ভুত অতিথি পেয়েছ যাহোক!

—কেন?

—এত খারাপ ব্যবহার। ভদ্রভাবে কথা পর্যন্ত বলতে জানে না। মিসেস হল কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

বাড়ি ফেরার সময় মিসেস হলের স্বামী হলের সঙ্গে দেখা হল টেডির। টেডিকে দেখে হল বলল, আরে টেডি কি ব্যাপার? আমাদের ওখানে গিয়েছিলে নাকি?

—হ্যাঁ ভাই। তোমাদের একটা ঘড়ি সারিয়ে দিয়ে এলাম।

—কি হয়েছিল?

—তেমন কিছু না। ঘণ্টার কাঁটা কাজ করছিল না। কিন্তু তোমার বৌ তো এক অদ্ভুত অতিথি নিয়ে এসেছে। আমার তো মনে হয় লোকটা ছদ্মবেশী।

—কেন?

—কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের।

—কি নাম জান?

—তোমার বৌ তো তার নাম পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে নি। আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়িতে কেউ এসে আমি তো প্রথমেই তার নাম জেনে নেব। তাকে ভাল করে দেখব। তবে না থাকতে দেওয়ার প্রশ্ন।

—আচ্ছা আমি দেখছি।

বাড়ি ফিরে স্ত্রীর কাছে সব শুনল হল। বলল, কাল যখন ওর বাক্সগুলো আসবে, ভাল করে দেখে নেবে। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

—আরে রাখ। তোমার তো সবটাতেই সন্দেহ। উনি একজন বৈজ্ঞানিক তা জান?

—বুঝলাম বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আমরা তো তাকে থাকার জায়গা দিয়েছি, ভাল করে সব জেনে নিতে আমাদের ক্ষতিটা কোথায়?

—তোমার চোখে তো সবই সন্দেহ। বাজে বকতে এসো না তো। নিজের কাজকর্ম নিয়ে মাথা ঘামাও। এসব নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

তিন

পরের দিন লোকটার মালপত্র নিয়ে আসা হল। একটা বাক্স ভরা জাব্দা জাব্দা খাতা। এক ডজনের মত বাক্স। বাক্সগুলো দেখে মনে হয়, ভেতরে অনেক শিশি বোতল আছে। জিনিষপত্র এসেছে দেখে খুব ব্যস্ত হয়ে লোকটি এগিয়ে এল। কিন্তু দাড়িআলা ফারেনসিডের কুকুরটার বোধহয় তাকে ভাল লাগল না। লোকটিকে দেখেই সে লাফিয়ে উঠে তার পা কামড়ে ধরল। ঝটিতি পা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে উপরে চলে গেল লোকটি। কেউ আশা করতে পারে নি কুকুরটা এভাবে কামড়ে দেবে। ফারেনসিড খুব লজ্জায় পড়ে গেছে। হলকে বলল, দেখ তো কি হল ভদ্রলোকের। লাগল নাকি। আমার কুকুরটা মাঝে মাঝে এমন বেয়াদপি করে।

—আমি দেখছি ওপরে গিয়ে। হল তাড়াতাড়ি লোকটির ঘরে গেল, কি হয়েছে দেখার জন্য। সরাইখানার অতিথি এভাবে আহত

www.BanglaBook.org

হলে তারই সম্মান হানি হবে। লোকটির ঘরে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখে সে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল। এসব কি দেখছি আমি। কব্জিহীন একটা হাত তাকে ইশারায় ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলছে। আর একটা মুখ। মুখ না বলে অন্য কিছু বলাই ভাল। কালোর উপর শুধু সাদা সাদা তিনটে গর্ত। আর কিছু নেই। একি মানুষের মুখ? বিস্ময়ের রেশ কাটতে না কাটতেই হলের বুকে কে যেন দারুণ জোরে আঘাত করল। দরজার বাইরে প্রায় ছিটকে পড়ল সে। দরজাটা ততক্ষণে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেছে।

সম্বিত ফিরতে নিজেকেই সে প্রশ্ন করল, এ আমি কি দেখলাম? কি অর্থ এসবের?—আস্তে আস্তে সে নেমে এল। এ ব্যাপারটা কারো কাছে প্রকাশ করল না। বাইরে তখন বেশ সোরগোল পড়ে গেছে। সরাইখানার অতিথিকে ফারেনসিডের কুকুর কামড়ে দিয়েছে। সকলেই এ জন্যে চিন্তিত। স্বামীকে দেখে মিসেস হল ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি দেখলে? ওনার লাগে নি তো?

—না। আঘাত কিছু লাগে নি। এবার ওর মালগুলো ঘরে নিয়ে যেতে হয়।

—মাল তো নিয়ে যাবে ঘরে। কিন্তু ওর কোথাও কাটে নি তো? কুকুরটা যেভাবে কামড়ে ধরেছিল।

—না।

লোকটি এর মধ্যে নিজেই নিচে নেমে এসেছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রাগ করে বলল, ব্যাপারটা কি? মালপত্র আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন?

ফারেনসিড বিনীত স্বরে জিজ্ঞেস করল, আপনার লাগে নি তো স্যার।

—কিছু লাগে নি। মালগুলো ঘরে নিয়ে এসো। কথাটা বলে লোকটা আবার নিজের ঘরে ফিরে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাক্স ঘরে নিয়ে যেতেই খুলে ফেলল লোকটি। যা ভাবা গিয়েছিল তাই। রাশি রাশি শিশি বোতল। নানা রকম আকারে। বাক্সের মধ্যে স্তূপাকৃতি খড়ে ঢাকা ছিল। নিজের মালপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটি। ইতিমধ্যে মিসেস হল তার খাবার নিয়ে এসেছে। ঘরে ঢোকার সময় সে কোন অনুমতি নেয় নি। লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে বুকটা ধক্ করে উঠল মিসেস হলের। কি সাংঘাতিক! চোখ বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই যেন নেই। চট করে লোকটি নীল রঙের চশমা পরে নিল। বিরক্ত হয়ে বলল, অনুমতি না নিয়ে এভাবে আমার ঘরে ঢুকবে না। আমি পছন্দ করি না।

—আপনি ব্যস্ত ছিলেন তো। তাই ঘর খোলা দেখে নিজেই ঢুকে পড়েছি।

—বাজে তর্ক করো না তো। যা বললাম তাই মেনে চল। বাজে তর্ক আমি পছন্দ করি না।

—বেশ তো। এতই যদি অসুবিধা দরজার ছিটকিনি দিয়ে কাজ করলেই পারেন।

—এবার থেকে তাই করতে হবে দেখছি।

—আরেকটা কথা স্যার—

—বল।

—এভাবে ঘরের মধ্যে খড় ছড়িয়ে রাখলে তো চলবে না। আমাদের ঘর পরিষ্কার রাখতে হবে তো।

—বেশ তো। অসুবিধা হলে বিল করে দিও।

—এজন্যে কত বিল করব বলুন?

—এক সিলিং করুন।

—তাই হবে। টেবিলে খাবার রেখে বাইরে চলে এল মিসেস হল। দরজাটাও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মিসেস হল কান খাড়া করে রইল। ঠিক তক্ষুনি কানে এল শিশি বোতল ভাঙ্গার শব্দ, আর লোকটির অধৈর্য উদ্‌ভ্রান্ত গলার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্বর, ওফ্ আর পারছি না। আর কতদিন এভাবে অপেক্ষা করব সারাজীবন হয়তো কেটে যাবে। আর কত ধৈর্য দেখাব। ঠকিয়েছে। দারুণ ভাবে ঠকিয়েছে আমাকে। এই পর্যন্ত শুনে সরে আসতে হল মিসেস হলকে। সিঁড়িতে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তবে একটু বাদেই সে আবার বন্ধ দরজার পাশে ফিরে এল। কিন্তু লোকটি তখন আর কোন কথা বলছে না। সব শান্ত, চুপচাপ। বোধ হয় কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, মিসেস হল ভাবল।

চা নিয়ে ঢোকার সময় মিসেস হল দেখল, ঘরময় কাঁচের টুকরো ছড়ানো। খুবই খারাপ লাগল মিসেস হলের। বিরক্ত হয়ে সে কিছু বলবার আগেই লোকটি বলে উঠল, বিল করে দিও। যখন যা নিয়ে বিরক্ত হবে সোজা বিল করে [illegible]। এসব ব্যাপার নিয়ে আমি আর কিছু শুনতে চাই না।

মিসেস হলের মুখ দিয়ে বে[illegible]ল, নামটা [illegible] আশ্চর্য ব্যবহার তো। বৈজ্ঞানিকেরা বুঝি এরকমই হয়।

—বৈজ্ঞানিকেরা কিরকম হয় সে[illegible]? অথচ [illegible]মার কাছে জানতে চাই না। এখন ঘর থেকে গেলেই আমি [illegible]াসলে [illegible] হব। পরে এসে চায়ের পেয়ালা নিয়ে যেও।

সেদিন সন্ধেবেলা ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে ফারেনসিড আর টেড বসে গল্প করছে। বিষয়, মিসেস হলের অতিথি সেই অদ্ভুত লোকটি। ফারেনসিড বলল, বুঝলে টেড আমার কি মনে হয় জানো?

—কি মনে হয়?

—আমার মনে হয় লোকটা সাদা মানুষ না। আসলে কালা আদমি।

—কি করে বুঝলে?

—আমি বুঝতে পেরেছি। ওর পা একেবারে কালো।

—যাঃ। কি যে বল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—সত্যি বলছি! আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমার কুকুরটা তো কামড়ে ওর প্যান্ট ছিঁড়ে দিয়েছিল।

—তখন দেখেছ?

—হ্যাঁ। একেবারে কালো পা।

—কিন্তু ওর নাকটা লক্ষ্য করেছ? কেমন গোলাপি গোলাপি।

—তা অবশ্য ঠিক। ফারেনসিড স্বীকার করল।

—আমার কি মনে হয় জানো?

—কি?

—আমার মনে হয় লোকটা দো-আঁসলা ধরনের।

—তার মানে?

—মানে ওর গায়ের কালো আবার কোথাও সাদা।

—সেইজন্য ও করো না তো। ঢেকে থাকে?

—ঠিক তাই। না।

—বুঝেছি। এতই যদি এরকম দেখা যায়।

॥ চার ॥

লোকটি দিনের বেলা কোনদিনই বেরোয় না। সারাদিন ঘরেই বসে থাকে। যা কিছু বেরোনো সব তার সন্ধেবেলা। বাইরে কোথাও যাওয়ার দরকার হলে সে সন্ধের দিকটাই বেছে নেয়। সবসময় গায়ে রয়েছে হ্যাট আর কোট। চেহারা ও পোষাকে অদ্ভুত মিশ্রণ। সবসময় সে নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটে। জনবহুল কোন রাস্তায় পারতপক্ষে তাকে দেখা যায় না। গোটা আইপিডে সকলের মুখেই এই লোকটার কথা। সকলের মধ্যেই এ ব্যাপারটা নিয়ে জোর জল্পনা কল্পনা চলছে। কেউ ভাবছে, সত্যি হয়তো বৈজ্ঞানিক। বিশেষ কোন আবিষ্কারের নেশায় বুদ হয়ে রয়েছে। সেইজন্যই হয়তো এরকম উল্টোপাল্টা আচরণ আর অদ্ভুত পোষাক। আবার কেউ ভাবছে, এই লোকটা নিশ্চয়ই কোন মারাত্মক অপরাধী।

www.BanglaBook.org

পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আসলে যে লোকটি কি সেটা কেউই বুঝতে পারছে না। নানারকম গল্প ছড়িয়ে পড়ছে তাকে নিয়ে। মেয়েরা তো কেউ কেউ তাকে ভূত প্রেত পর্যন্ত ভেবে বসেছে ভয়ে তারা একেবারে কাঁটা হয়ে আছে। ভূতপ্রেতের, ব্যাপার, কখন কি ক্ষতি করে বসবে কে জানে? গ্রামের বাচ্চারা অবশ্য এসব কিছুই ভাবেনা। পছন্দই করে না তারা লোকটিকে। রাস্তায় দেখলেই টিটকিরি দিয়ে পিছু নেয়, নয়তো ঢিল মারে।

গ্রামের ডাক্তার কাস একদিন কৌতূহলী হয়ে লোকটির সঙ্গে আলাপ করতে এল। হাসপাতালের জন্য চাঁদা আদায়ের ছুতো ধরে সে একদিন দেখা করতে এল তার সঙ্গে। মিসেস হলকে তার নাম জিজ্ঞেস করল। কেননা নাম না জেনে কি করে গিয়ে আলাপ করবে। কিন্তু মিসেস হল তাকে বলল, নামটা যে কি তা তো আমি জানি না।

—সে কি? নাম জানেন না? অথচ থাকতে দিয়েছেন: মিসেস হল একটু লজ্জিত হয়ে বলল, আসলে জিজ্ঞেস করিনি।

—কি আশ্চর্য। কেউ বাড়ীতে থাকলে মানুষ তার নামটা জেনে নেয়। খুব অবাক হয়ে বলল কাস।

যাই হোক, সাহসে ভর করে সে লোকটির দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল। মিসেস হল দাঁড়িয়ে রইল বাইরে, কি কথা হয় শোনার জন্য। কাস ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ রেগে গেল লোকটা। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। জিনিষ পত্র ছুঁড়ে ফেলার শব্দ কানে এল মিসেস হলের। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়ে বাইরে চলে এল। চোখে মুখে তার আতঙ্কের ছাপ। মিসেস হল ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার বল তো? কি বলল? কাস কোন উত্তর দিল না। বাইরে চলে গেল। সোজা গিয়ে হাজির হলো গ্রামের পুরোহিত বাটিংয়ের কাছে। বাটিং তাকে দেখে বলল, কি হল কাস তোমার হয়েছে কি? এরকম দেখাচ্ছে কেন?

www.BanglaBook.org

—কিরকম দেখাচ্ছে বলুন তো ?

—কিরকম যেন ঘাবড়ে গেছ। কি হয়েছে বল তো ?

—আচ্ছা পুরোহিত, আমাকে দেখে কি পাগল মনে হচ্ছে ?

—কেন ?

—ঠিক করে বলো না।

—আঃ। ব্যাপারটা কি তা বলবে তো।

—ওই যে অদ্ভুত লোকটা···

—হ্যাঁ, কি হয়েছে ? কি করেছে ও ?

—ওর হাত আছে কিন্তু দেখা যায় না।

—যাঃ কি সব বাজে কথা বলছ।

—সত্যি বলছি। ওর হাত আছে কিন্তু দেখা যাবে না।

—মানে ?

—আমি তো ওর ঘরে ঢুকলাম···

—তারপর কি হল ?

—আমাকে দেখেই তো ভীষণ চটে গেল। যাচ্ছেতাই অভদ্র ব্যবহার শুরু করে দিল। আমি তবু ধৈর্য ধরে ওর গবেষণা সম্পর্কে জানতে চাইলাম।

—তাতে কি বলল ?

—বলল এসবের কোন শেষ নেই। তারপর একটা প্রেস-ক্রিপশনের কথা তুলল।

—প্রেসক্রিপশন ?

—হ্যাঁ, প্রেসক্রিপশন। খুব নাকি দরকারী, পাচ্ছে না।

—তুমি কি বললে ?

—আমি বললাম, কিসের প্রেসক্রিপশন। শুনে খুব চটে গেল লোকটা।

—কি বলল ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—বলল, তোমার কি দরকার এসব জেনে? ফাজলামি করার জায়গা পাও না।

—সেকি? হঠাৎ এরকম বলে দিল।

—হ্যাঁ। তারপর শোন না কি হল।

—কি?

—ঠিক সেই সময় ও একবার হাত তুলল। আমি দেখলাম, হাত নেই। অথচ জামার আস্তিন উঁচু হয়ে আছে॥

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। অদ্ভুত ব্যাপার। আমি তো বাপের জন্মে এরকম দেখিনি।

—তারপর? তুমি কি বললে?

—আমি ভীষণ অবাক হয়ে বলে উঠলাম, আপনার হাত নেই।

—শুনে ও কি বলল?

—বলল, তুমি ঠিক জান আমার হাত নেই? আমি বললাম তাই তো দেখছি। হাত কোথায়? আপনি তো খালি আস্তিন নাড়াচ্ছেন। লোকটা আবার বলল, তুমি জান আমার হাত নেই? আচ্ছা, এই ছাখ। হঠাৎ, বুঝলে পুরোহিত···

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বল। তারপর কি বলল?

—হঠাৎ জামার আস্তিনটা আমার মুখের কাছে এসে আমার নাক চেপে ধরল। আমি দারুণ অবাক হয়ে গেলাম।

—সে কি। পুরোহিত হেসে ফেলল।

—হেসো না পুরোহিত। সত্যি বলছি। আঙুল দিয়ে লোকটা আমার নাক চেপে ধরল। কিন্তু আমি কিছু দেখতে পেলাম না।

—তারপর তুমি কি করলে?

—দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে আমি ওর সেই আস্তিনে জোরে আঘাত করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

—আঘাত করার সময় কি মনে হল?

www.BanglaBook.org

—মনে হল, আমি সত্যি একটা রক্ত মাংসের হাতে আঘাত করছি।

—আশ্চর্য ব্যাপার তো! আঘাত করলে অথচ কিছু দেখলে না।

—না। বুঝলাম হাত আছে। কিন্তু অদৃশ্য।

—অবাক কাণ্ড!

—সত্যি অবাক কাণ্ড পুরোহিত। আমি যেন এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।

—বেশ অদ্ভুত একটা ঘটনা শোনালে তো।

—তাহলে বুঝে দেখ আমার কেমন অদ্ভুত লেগেছে।

—তোমার এই গল্পটার মধ্যে যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে।

—গল্প না পুরোহিত একেবারে সত্যি ঘটনা।

—বুঝলাম। চিন্তিত ভাবে বলল, বাটিং।

॥ পাঁচ ॥

একদিন শেষ রাতের গিয়ে বাটিংয়ের বাড়িতে চুরি হল। শেষ রাত্রের দিকেই কার যেন পায়ের শব্দ শুনেছিল মিসেস বাটিং। শব্দটা যেন সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি সে স্বামীকে জাগিয়ে দিল। বাটিং জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, হঠাৎ জাগিয়ে দিলে?

—কার যেন পায়ের শব্দ শুনলাম।

—কোথায়?

—এই তো সিঁড়িতে।

—সিঁড়িতে!

—হ্যাঁ। মনে হল কে যেন নিচে চলে গেল।

—চল তো দেখি। হাতে একটা আগুনের শিক নিয়ে বাটিং নিচে এল। পেছনে তার স্ত্রী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুই চোখে পড়ল না তাদের। অথচ বসবার ঘরের দরজাটা খোলা। কে যেন ভেতরে চলাফেরা করছে। আশ্চর্য ব্যাপার তো। কে যেন আবার টেবিলের ড্রয়ার টেনে খুলছে। একটা মোমবাতি কে যেন জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখল। ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল বাটিং দম্পতি। এ সব হচ্ছে তা কি? মোমবাতি জ্বলছে। ড্রয়ারের টাকা-পয়সা নাড়াচড়া চলছে। অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ওই ড্রয়ারে যে তাদের সংসার খরচের টাকা থাকে। আগুনের শিকটা বাগিয়ে ধরল বাটিং। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, কে ওখানে? হাত তোল বলছি নইলে শেষ করে দেব।

কে হাত তুলবে? কাউকেই দেখা যাচ্ছে না অথচ মোমবাতি জ্বলছে। আন্দাজেই শিকটা নিয়ে কিছুক্ষণ আস্ফালন করল বাটিং। কিন্তু লাভ কিছু হল না। চোখের সামনে ড্রয়ার খালি হয়ে গেল। ঘরে আর কারও উপস্থিতি পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। যেন কেউ এখানে আসে নি অথচ মোমবাতিটা এখনো জ্বলছে। খুব ভয় পেয়ে বাটিংয়ের স্ত্রী বলে উঠল, ব্যাপার কি গো? ভূত নাকি?

—ভূত হলে টাকা-পয়সা নেবে না।

—কিন্তু কাউকে তো দেখতেও পেলাম না।

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না। টাকাগুলো কে নিয়ে গেল? কিছুই বুঝে উঠে পারল না বাটিং দম্পতি।

॥ ছয় ॥

সেদিন ভোরবেলায় হল দেখল অতিথির ঘরের দরজা খোলা। এমনকি হোটেলের সদর দরজাও খোলা। খুবই আশ্চর্য হল যে। কি ব্যাপার? কে দরজা খুলল? কাল রাত্রে সদর দরজা বন্ধ করা হয়েছে। এত ভোরে কে খুলে দিল? খুবই চিন্তায় পড়ে গেল হল। অতিথির ঘরের দরজায় দুবার টোকা মেরে সে ভেতরে ঢুকল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘর খালি। কেউ নেই। অথচ চেয়ারে বিছানার ওপরে লোক-টার জামা, প্যান্ট, হ্যাট সব ছড়ানো রয়েছে। এর অর্থ কি বুঝতে পারল না হল। স্ত্রীকে গিয়ে সব জানাল। স্বামীর কাছে সব শুনে মিসেস হল তো অবাক, বল কি? এত ভোরে ভদ্রলোক গেলেন কোথায়?

—আমিও তো সেটা বুঝতে পারছি না।

—চল তো ভাল করে একবার ঘরটা দেখি।

—ঘর তো আমি দেখেই এলাম। কেউ নেই।

—তোমার দেখা! ও আমার জানা আছে। আমি নিজে একবার দেখব।

দুজনে মিলে আবার অতিথির ঘরে গেল। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কানের ঠিক পেছনে ভারী নিঃশ্বাস অনুভব করল মিসেস হল। চমকে উঠল সে। কে নিঃশ্বাস ফেলল? চটপট ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। কিন্তু কেউ নেই। হল তো রয়েছে বেশ খানিকটা দূরে। তাহলে কার নিঃশ্বাস? গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল মিসেস হলের। যাইহোক, অতিথির বিছানায় হাত রেখে দেখল সে। ঠাণ্ডা। অন্ততঃ ঘণ্টা দেড়েক আগে লোকটা বিছানা ছেড়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল দুজনে। বিছানার চাদর বালিশ সব নিজে থেকে গুটিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হ্যাটখানা চট করে শূন্যে উঠে মিসেস হলের মুখের কাছে এসে দাঁড়াল। আর চেয়ারটা লাফিয়ে উঠে মিসেস হলকেই আক্রমণ করে বসল। দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে মিসেস হল চিৎকার করে উঠল, ভূত ভূত। চেয়ারটা তখন ভৌতিক ভাবে দুজনকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে গেল। দরজাও বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে। ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে মিসেস হল আবার উচ্চারণ করল, ভূত ভূত।

—তোমার মনে হচ্ছে ভূত?

—নিশ্চয়ই ভূত। ভূত ছাড়া ও কিছু না। জীবনে আমি এরকম

www.BanglaBook.org

ব্যাপার দেখি নি। চেয়ার কখনো নিজে থেকে এরকম করতে পারে? লোকটা নিশ্চয়ই ভূত নিয়ে কারবার করে।

—তোমার মনে হচ্ছে ও আমাদের পেছনে ভূত লাগিয়ে দিয়েছে?

—হ্যাঁ মনে হচ্ছে। ইশ্ কি বোকা আমি। আগেই কেন আমার সন্দেহ হয় নি।

—অথচ আমার কিন্তু আগেই সন্দেহ হয়েছিল।

—থামো তুমি। আমার যদি আগে সন্দেহ হতো, তাহলে ঠিক ধরে ফেলতাম। ওইরকম অদ্ভুত চেহারা। রবিবারে গির্জায় না যাওয়া। ওভাবে শুধু একগাদা শিশি-বোতল নিয়ে নাড়াচড়া করা। এসব দেখেই আমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। হা ঈশ্বর কি বোকা। আমি!

এদিকে ততক্ষণ সকাল হয়ে গেছে। সোনা রঙের রোদ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। হল চিন্তিত ভাবে বলল, কিন্তু এখন কি করা যায়?

—স্যাণ্ডি ওয়াজার্সকে খবর দাও। ভূত প্রেতের ব্যাপার ও এসে ভূত তাড়াবে।

—আচ্ছা। আমি এক্ষুণি খবর দিচ্ছি।

খবর পেয়ে স্যাণ্ডি এল। গোটা ব্যাপারটা যা যা ঘটেছে সব মনোযোগ দিয়ে শুনল। সকলে বলল, যাও না স্যাণ্ডি ভেতরে গিয়ে ছাখ।

—দাঁড়াও দাঁড়াও। হুট করে ভেতরে যাব কেন? না জেনে-শুনে ভেতরে গেলে আইনের ঝামেলায় পড়ি আর কি। আগে সব জেনে নিই তারপর ঠিক করব ভেতরে যাওয়া আমার উচিত হবে কিনা।

ঠিক সেই মুহূর্তে হ্যাটকোট পরা লোকটি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে। রঙীন চশমার ভেতর দিয়ে লোকটা সবাইকে লক্ষ্য করছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার সে ভেতরে ঢুকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল। এবার স্যাণ্ডি বলল, চল আমি ভেতরে যাচ্ছি। হল আপত্তি জানিয়ে বলল, তুমি যাও আমি যাব না।

—কেন তুমি যাবে না কেন?

—না ভাই, ওসব তোমাদের ব্যাপার। ভূতপ্রেত নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি রাজী নই।

—আরে এসো না। পুরুষ মানুষের অতো ভয়ের কি আছে। আমি তো সঙ্গেই থাকব।

হলকে নিয়ে লোকটির দরজায় টোকা দিল স্যাণ্ডি। কেউ সাড়া দিল না। স্যাণ্ডি এবার দরজা ঠেলে খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রীভাবে চিৎকার তরে উঠল লোকটি, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি। দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে।

—আপনার সঙ্গে দু'একটা কথা আছে স্যার।

—কোন কথা নেই আমার সঙ্গে। সোজা বলছি বেরিয়ে যাও। নইলে এমন শিক্ষা দেব জীবনে ভুলতে পারবে না।

স্যাণ্ডি ফিসফিস করে হলকে বলল, ব্যাপার সুবিধার না। চল এখন কেটে পড়ি। পরে আসা যাবে।

দুজনে বেরিয়ে এল। মিসেস হল জিজ্ঞেস করল, কি হলো? কথা বলল না বুঝি। বার করে দিল?

—হ্যাঁ। ব্যাপার খুব ভালো না। গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল স্যাণ্ডি, এটা নিয়ে পরে ভাল করে বসতে হবে।

—আর তুমি বসেছ। ভীতুর একশেষ মিসেস হল গজগজ করে বলল।

BanglaBook.org

সাত

সারাটা সকাল লোকটি ঘরেই রইল। দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার জোগাড়। ঘর থেকে বেরোল না। অবশ্য সে তিনবার ঘন্টি

www.BanglaBook.org

বাজিয়েছে। কেউ সাড়া দেয় নি হয়তো ক্ষিদে পেয়েছে। কিন্তু মিসেস হল একবারের জন্যও সাড়া দেবার প্রয়োজন মনে করে নি। ঝি মিলিকে বলে দিয়েছে, যতবার খুশী ঘন্টি বাজাক সাড়া দিবি না। ভূত লেলিয়ে দেওয়ার সময় মনে থাকে না।

এদিকে বাটিংদের বাড়িতে চুরি হয়েছে সে খবর ইতিমধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এ অদ্ভুত ধরনের লোকটিকেই সকলে সন্দেহ করছে। স্যাণ্ডিকে নিয়ে হল গেল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে। সে কি বলে জানার জন্যে। লোকটার ঘরের দিকে এখন আর কেউ যাচ্ছে না। সরাইখানার সামনে কৌতূহলী লোকজনের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। সকলের মুখে একই কথা।

বেলা একটা নাগাদ দরজা খুলে লোকটি গলা তুলে ডাকল, মিসেস হল। একজন গিয়ে মিসেস হলকে খবর দিল। মিসেস হল এল বেশ কিছুক্ষণ বাদে। হাতের ট্রেতে লোকটির বিল। তাকে দেখেই লোকটি চেঁচিয়ে বলল, ব্যাপারটা কি আজ সকালে আমায় খাবার দাও নি কেন? এতবার ঘন্টি বাজালাম কেউ সাড়া পর্যন্ত দিল না।

—বিলের টাকা বাকি পড়ে গেছে। বিল মিটিয়ে দিন; সকলে আপনার কথা শুনবে।

—আমি তো পরশুদিনই বললাম, টাকার অপেক্ষা করছি। টাকা এলেই মিটিয়ে দেব।

—ওসব আমি শুনতে চাই না। টাকা মিটিয়ে দিন সব ঠিক থাকবে।

—আবার বাজে কথা বলছ।

—মেজাজ অন্যখানে দেখাবেন স্যার। আমি কারো মেজাজের তোয়াক্কা করি না।

—শোন·····লোকটি এবার গলা নরম করল।

—বললাম তো শোনার কিছু নেই। আগে টাকা দিন তারপর শুনব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—বলছি তো টাকা আসুক, তখন দেব।

—আরে রাখুন। কে আপনাকে টাকা পাঠাতে যাবে শুনি? কেন এসব রাজা উজীর মারছেন। পরশুদিন শুনলাম পকেটে নাকি মাত্র একটা পাউণ্ড পড়ে আছে।

—ঠিক এক পাউণ্ড না আরেকটু বেশি আছে। তবে তোমার টাকা আমি কিছুদিন বাদে দেব।

—এক পাউণ্ডের বেশি আপনি পেলেন কোথায় শুনি?

—কি? গর্জে উঠল লোকটি, কি বলতে চাও তুমি?

—বলুন না ওই বাড়তি টাকা আপনি পেলেন কোথায়?

কে পাঠাল আপনাকে? আপনার সবই তো আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগছে। ব্যাপারটা কি বলুন তো? এসব কি ভৌতিক কাণ্ড শুরু করেছেন?

—চুপ, একদম চুপ। ক্রোধে আবার গর্জন করে উঠল লোকটি-বেশি বাড় বেড়ে গেছে তোমাদের। আমি কে—এখনো জান না তোমরা। এই ছাখো।—চট করে নিজের নাকটা খুলে মিসেস হলের ট্রেতে ফেলে দিল সে। ঘাবড়ে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল মিসেস হল। দরজার বাইরে তখন বেশ ভীড় জমে গেছে। লোকটি এবার হ্যাট খুলে ফেলল। মুখের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলল। কি বীভৎস দৃশ্য। ভয়ে আর্তনাদ করে মিসেস হল বাইরে বেরিয়ে এল। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! কাঁধের উপর লোকটার কিছুই নেই। একেবারে ফাঁকা। স্রেফ একখানা কবন্ধ।

কবন্ধ লোকটিকে দেখে ভয়ে সবাই চিৎকার করে উঠল। অনেকে ছুটে পালাতে লাগল। পায়ে পা জড়িয়ে পড়ে গেল কেউ কেউ। ঠিক সেই সময় হল আর স্যাণ্ডি পুলিশ নিয়ে এল। হল বলল, ওকে গ্রেপ্তার কর জ্যাফার্স। ওই ছাখো কবন্ধ হয়ে আছে।

—কি ব্যাপারটা কি? রাগে কাঁপতে কাঁপতে সেই কবন্ধ বলল, 'এসব কি হচ্ছে কি? পুলিশ কেন?'

www.BanglaBook.org

জ্যাফার্স ব্যঙ্গ করে, পুলিশ তো আপনার মতো মহামান্য লোকদের জন্যই স্যার। আপনার মাথা নেই তা নিয়ে অবশ্য আমাদেরও মাথাব্যথা নেই। আপনার শরীরটাকে গ্রেপ্তার করতে পারলেই আমরা খুশী হতে পারব।

—দাঁড়াও। দেখাচ্ছি মজা। হাতের গ্লাভ্‌স খুলে জ্যাফার্সের মুখে ছুঁড়ে মারল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাফার্স তার অদৃশ্য কব্জি এবং গলা চেপে ধরল। দারুণ মারপিট শুরু হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। এসবের মাঝখানে পড়ে অদৃশ্য পায়ের একটি লাথি এসে হলের পাঁজরে লাগল। আর্তনাদ করে ককিয়ে উঠল হল। মিসেস হল বলে উঠল, তুমি ওর মধ্যে কি করছ? সরে এসো বলছি। যা করার জ্যাফার্সকেই করতে দাও।—তিন চারটে বোতল ভেঙে উগ্র কটু গন্ধে ঘর ভরে গেছে। ধস্তাধস্তিতে একটু যেন কাবু হয়েছে লোকটি। এবারে সে চিৎকার করে বলল, কি ভেবেছ কি তোমরা? আমি তোমাদেরই মতো একজন। আমার হাত পা সবই আছে। শুধু তফাত হচ্ছে, তোমাদের দেখা যাচ্ছে আর আমি অদৃশ্য। এছাড়া আর কোন তফাত নেই। হল বলে উঠল, অদৃশ্য মানে? কেউ এরকম অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে নাকি? এসব কি অদ্ভুত ব্যাপার!

—ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠিকই। কিন্তু সত্যিই আমি অদৃশ্য। কিন্তু সেটা তো কোন অপরাধ নয়। তবে পুলিশ কেন?

—আপনার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আছে।

—কিসের অভিযোগ?

—চুরির।

—আমি চুরি করেছি? কোথায়?

—সেতো আপনি আমাদের চাইতে ভালো জানেন স্যার!

—আমি চোর।

—পুলিশের তাই সন্দেহ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আচ্ছা বেশ। সঙ্গে সঙ্গে গায়ে জামা খুলে ফেলতে লাগল লোকটি। জ্যাফার্স চেঁচিয়ে বলল, ওকে জামা খুলতে দিও না। জামা খুলে ফেললে আর ওকে দেখা যাবে না। একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ধর ধর ওকে। সাদা জামাটা লক্ষ্য করে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিন্তু সবই হয়ে গেল উল্টোপাল্টা। নিজেদের আঘাত তাদের নিজেদেরই গায়ে লাগল। অদৃশ্য মানুষ পালিয়ে গেল সকলের হাত এড়িয়ে। আর তার খোঁজ পাওয়া গেল না। জ্যাফার্স হতাশ ভাবে বলল, নাঃ। ধরা গেল না। পাজীটা পালিয়ে গেল।

মিসেস হল ফোরন কেটে বলল, তোমাদের চাইতে ও অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তোমরা হচ্ছো সব বুদ্ধুর দল।

জ্যাফার্স নিজের মনে গজগজ করতে করতে বলল, এখন তো সব দোষ আমাদেরই হবে। পুলিশের নামে সবাই দোষ চাপিয়ে খালাস। বদমাইসটাকে একবার হাতে পাই, দেখাব মজা।

আট

রাস্তার ধারে জুতো খুলে বসে আছে টমাস মারভেল। জুতোটা তার অত্যন্ত বাজে। কিন্তু উপায় নেই। সে এতো গরীব, ভিক্ষে করে চলতে হয়। এই জুতোটাও সে ভিক্ষে করে পেয়েছে। এর চাইতে ভাল কিছু কেনার ক্ষমতা তার নেই। পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে সে নিজের মনে বলল, এ জুতোটা পরতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না।

—তাতে কি হয়েছে? তবু যে তোমার এক জোড়া জুতো আছে।

—কে? চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকাল মারভেল। কেউ নেই। কাউকে সে দেখতে পেল না। কেউ তো নেই। তাহলে কে বলল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাটা। বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, কে কথা বলছ? আমি তো কাউকে এখানে দেখছি না।

—এই তো আমি এখানেই আছি। কোন ভয় নেই।

—আরে দূর। ভয় কে পেয়েছে? আমি শুধু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।

—কিন্তু আমি এখানেই আছি। তোমার ঠিক ছয় গজের মধ্যে।

—সত্যি?

—বিলকুল সত্যি। এই ছাখো আমি তোমাকে ঢিল মারছি। সত্যি সত্যি একটা ঢিল এসে সজোরে মারভেলের পায়ে লাগল।

—উফ্! যন্ত্রণায় কাতরে উঠল মারভেল। অদৃশ্য কণ্ঠ বলল, এখনো কি বলবে আমি সত্যি নই?

—তাই বলে ঢিল মেরে দিলে?

—শুধু ঢিল কেন। অনেক কিছু পারি।

আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে মারভেল ধপাস করে পড়ে গেল। ব্যাপারটা খুবই খারাপ লেগেছে তবে। নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য কেউ এরকম খারাপ ব্যবহার করতে পারে সে ভাবতেই পারে নি। বিব্রত বিচলিত হয়ে সে বলে উঠল, এসব হচ্ছেটা কি? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—না বোঝার কি আছে বন্ধু। আমি যে অদৃশ্য মানুষ।

—অদৃশ্য মানুষ মানে?

—মানে আবার কি। অদৃশ্য মানুষ মানে অদৃশ্য মানুষ।

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

—তোমরা কেউ আমাকে দেখতে পাবে না কিন্তু আমি সব দেখতে পাব।

—তুমি কি রক্তমাংসের মানুষ?

—হ্যাঁ। ঠিক তোমাদের মতই রক্ত মাংসের মানুষ। কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তাই নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমাদের মত তোমারও হাত পা আছে ?

—আছে।

—কই দেখি।

—এই দ্যাখো, চোখে তো আর দেখাতে পারব না। তোমার হাতটা দাও বুঝিয়ে দিচ্ছি।

হাত এগিয়ে দিল মারভেল। অদৃশ্য মানুষ তার হাতখানা নিয়ে নিজের গায়ে রাখল। বেশ বুঝতে পারল মারভেল এই লোকটা অদৃশ্য হলে কি হবে তাদেরই মতো একজন রক্ত মাংসের মানুষ। দারুণ অবাক হয়ে গেল সে। কস্মিন্ কালে সে এ জিনিষ দেখেনি। বলল, এরকম করলে কিভাবে বল তো ? আমি তো ভাবতেই পারছি না। হাত, পা, মুখ সবই আছে অথচ অদৃশ্য। কেমন করে এ রকম সম্ভব হলো বল তো ?

—সে অনেক কথা। আগে আমার কথা শোন। মারভেলের কাঁধে চাপ দিয়ে বলল অদৃশ্য মানুষ, সাহায্যের জন্য আমার একজন লোক দরকার। আমি ভেবে দেখলাম, তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো।

সে কি কথা। এটা কি বলছ ? আমি হঠাৎ তোমাকে সাহায্য করতে যাব কেন ?

ওসব জানি না। আমাকে সাহায্য করতে হবে। আমি যা যা বলব শুনতে হবে।

—কি সাহায্য করব ?

—ধরো আমার জামা কাপড় জোগাড় করে দেবে, আমার খাদ্য জোগাড় করে দেবে, আমার জন্য টাকাপয়সা জোগাড় করে দেবে এইরকম।

—এতো খুব অদ্ভুত প্রস্তাব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—অদ্ভুত টদ্ভুত কিছু নেই। সোজা কথা আমাকে সাহায্য করতে হবে। আইপিঙের হাদামার্কা কয়েকটা লোক আর তুমি ছাড়া আমার কথা আর কেউ জানে না। আমাকে সাহায্য কর ভবিষ্যতে অনেক উপকার পাবে। কিন্তু সাবধান। বিশ্বাসঘাতকতা করলে ভয়ানক শাস্তি। মনে থাকবে?

—থাকবে।

—বিশ্বাসঘাতকতা করো না যেন। একেবারে শেষ করে দেব।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা। বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

—শুনে খুশী হলাম।

নয়

ওদিকে মিসেস হলের হোটেলে অদৃশ্য মানুষের অনুপস্থিতির সুযোগে কাস আর বাটিং তার জিনিষপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখছিল রহস্য কিছু বুঝতে পারা যায় কি না। কিন্তু এসব গভীর জট বুঝতে তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। মোটাসোটা তিনটে ডায়রি পাওয়া গেল। কৌতূহল ভরে সেগুলি খুলে বসল কাস। কিন্তু কি মুশকিল, তিনটে ডায়রিই সাংকেতিক ভাষায় লেখা। কাস কিছুই বুঝতে পারল না; বাটিংও একবার দেখল ডায়রিগুলো। কিন্তু তারও মাথায় কিছু ঢুকল না। হতাশ হয়ে কাস বলল, কি করা যায় বল তো পুরোহিত। এ যে আচ্ছা ধাঁধার ব্যাপার হলো।

—আমিও তো তাই ভাবছি। ব্যাটা যে কি লিখেছে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

ঠিক এইসময় সশব্দে দরজা খুলে গেল। ভীষণ চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখল, মারভেল দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেই প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, এখানে কি ব্যাপার?

—একটু জল খেতাম।

www.BanglaBook.org

—জল খাবে তো এখানে কি? ওদিকে যাও।

—হ্যাঁ যাচ্ছি। মারভেল সরে গেল।

কাস আর বাটিং আবার ডায়রিগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন বাটিংয়ের ঘাড় থেকে চেপে ধরল সজোরে। ফিসফিস করে বলল, একদম চুপ করে বসে থাকো। নড়লেই গুলি করে ঘিলু উড়িয়ে দেব। হতভম্ব বাটিং আর কাস দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাল। অদৃশ্য মানুষ বলল, তোমাদের ব্যাপারটা কি? নির্লজ্জের মতো পরের জিনিষ নাড়াচড়া করছ, বড্ড বেশী বাড় বেড়ে গেছে তোমাদের। না?—দুজনের থুতনি টেবিলে ঠুকে দিল সে। কড়া গলায় বলল, শুনে রাখ তোমরা। দেহে কিন্তু আমার যথেষ্ট শক্তি আছে। ইচ্ছা করলেই তোমাদের দুজনকেই শেষ করে দিতে পারি। তবে হ্যাঁ আমার কথামতো কাজ করলে তোমাকে ছেড়ে দেব। রাজী আছ?

—আছি।

বেশ। চালাকি একদম করো না। বেশি চালাকি করতে গেলে এই লোহার শিক দিয়ে দুজনের মাথা চৌচির করে দেব। আমার জামা, প্যাণ্ট সব কোথায় গেল? দিনের বেলায় ম্যানেজ করে নেওয়া যায় কিন্তু রাত্রে দরকার ঠাণ্ডায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছি আমি। আমার জিনিষপত্তর সব দিয়ে দাও।

দশ

কাস আর বাটিং যখন অদৃশ্য মানুষের ঘরে এসবের মোকাবিলা করছে, ঠিক সেইসময় হোটেলের গেটে বসে ঠেস দিয়ে মারভেল পাইপ টানছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে হল আর ঢেউ অদৃশ্য মানুষকে নিয়েই আলোচনা করছে। ঠিক তক্ষুনি অদৃশ্য মানুষের ঘরের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল। চেয়ার উল্টে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধস্তাধস্তি হচ্ছে কিসের যেন। কে যেন টেবিল ক্লথটা তুলে ফেলল। হোটেলের সামনে হাক্সটারের দোকান। হঠাৎ দোকান থেকে মহা উত্তেজিতভাবে হাক্সটার বেরিয়ে এল, চোর চোর।

হল দৌড়ে চলে এল। কাসও ততক্ষণে নিচে নেমে এসেছে। চিৎকার করছে উত্তেজিতভাবে, ওকে পালাতে দিও না তোমরা। যতক্ষণ ওর হাতে পোষাক আর বই আছে ততক্ষণ চেনা যাবে। ধরো ধরো ওকে—কাসের কথা শুনে হল তাড়াতাড়ি অদৃশ্য মানুষকে খুঁজতে শুরু করল কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। আসলে পোষাক আর বই মারভেলের হাতে দিয়ে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে হল আবার হোটেলে ফিরে এল। কাসের দিকে ভাল করে নজর পড়তে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল সে। কাস শুধুমাত্র টেবিলক্লথ পড়ে আছে আর বাটিংয়ের অবস্থা আরো সাংঘাতিক প্যাণ্টের বদলে তার পরণে একটা খবরের কাগজ, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলে লজ্জায় মুখ নিচু করে ফেলল। অনেকে আবার হাসতে আরম্ভ করল। মিসেস হল তো হি হি করে হেসেই ফেলল।

সন্ধ্যে শেষ হয়ে রাত্রি ঘন হয়ে এসেছে। ব্র্যাম্বেলহাসট রেলওয়ে স্টেশনের দিক থেকে একটি রাস্তা গ্রামে দিকে চলে গেছে। এক বাণ্ডিল পোষাক আর বই নিয়ে টমাস মারভেল ক্লান্ত। পদক্ষেপে সেই রাস্তার ধারে হাঁটছে। পায়ে আঘাত লেগেছে মারভেলের। যে কারণে সে খোঁড়াচ্ছে। কেউ একজন তার সঙ্গে রয়েছে। অদৃশ্য মানুষ মারভেলের কাঁধে চাপ দিয়ে সে বলল, এই বলছিলে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে না।

—আমি তো বিশ্বাসঘাতকতা করি নি স্যার।

—মারব এক থাপ্পড়। তাহলে পালিয়ে যেতে চাইছিলে কেন?

www.BanglaBook.org

—আমি পালাই নি স্যার। রাস্তা ভুল করে অন্য রাস্তায় ঢুকে পড়েছিলাম।

—পাজী হতচ্ছাড়া। মেরে খুন করে দেব। আবার মিথ্যে কথা।

—না স্যার না। বিশ্বাস করুন। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি আমি পালাইনি।

আমি তোমাকে বার বার বলেছি তোমাকে আমি বড়লোক করে দেব। বলিনি?

বলেছেন।

তাহলে পালাচ্ছিলে কেন? তোমাকে আমি ধনী করে দেব। তোমার বিশ্বাস হয় না?

কিন্তু স্যার আমি ধনী হতে চাই না। আমাকে ছেড়ে দিন।

—না।

—প্লিজ স্যার। প্লিজ। দয়া করে আমাকে রেহাই দিন। ধনী হওয়ার একটুও সাধ নেই আমার।

—অকারণে ভয় পেও না। আমি তো তোমাকে বলেছি, তোমার সাহায্য না পেলে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে কঠিন। সেই জন্যেই তোমাকে আমার প্রয়োজন।

—আমি কি সারাজীবন আপনার সেবাই করে যাব?

—চুপ করো। হাবা কোথাকার। একদম বাজে তর্ক করবে না। আবার যদি বাজে তর্ক করো একেবারে খুন করে দেব।

—দয়া করে আমাকে মেরে ফেলবেন না স্যার। আমি তো আপনার কোন ক্ষতি করি নি। দয়া করে আমাকে রেহাই দিন।

—রেহাই? কিসের রেহাই? এই ভাখো আমি তোমার হাত ধরে রয়েছি। দেখি আর কেমন করে পালাও।

—আমি পালাব না স্যার।

—এবার চুপ করো। আমরা গ্রামের কাছে চলে এসেছি। রাস্তায় কারোর সঙ্গে কথা বলবে না। পালাবার চেষ্টা করবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পালাবার চেষ্টা করলে পোকার মতো টিপে মেরে ফেলব। লক্ষ্মী ছেলের মতো যা বলছি তাই কর। আমি তোমাকে রাজা বানিয়ে দেব। আর তোমাকে ভিক্ষে করে খেতে হবে না। হতাশ হয়ে বিষণ্ণ মারভেল অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে চলতে লাগল।

এগারো

পরের দিন মারভেলকে দেখা গেল একটা রেস্তোরাঁয় বসে আছে। তার পাশের চেয়ারে কয়েকটা বই। মারভেলকে দেখে ভীষণ ক্লান্ত বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। বিচ্ছিরী উত্তেজনায় যেন তার গত রাতটা কেটেছে। চোখের কোণে কালি। চুল এলোমেলো উসকো-খুসকো। বিপর্যস্ত চেহারা। গভীরভাবে সে যেন কি চিন্তা করছে। হরেকরকম দুশ্চিন্তা তার মাথায়। সবসময় ভাবছে কিভাবে অদৃশ্য মানুষের হাত থেকে রেহাই পাবে। রেস্তোরায় লোকজন ঢুকছে বেরোচ্ছে। সকলেই যে যার মতো ব্যস্ত। মারভেলের কোনো দিকে নজর নেই। সে নিজের দুশ্চিন্তায় ডুবে আছে।

কিছুক্ষণ বাদে একটি নাবিক এসে ঢুকল। মারভেলের পাশের চেয়ারটাতেই বসল সে। নাবিকটির হাতে বোধহয় এখন কোন কাজ নেই। নিছক সময় কাটাতে এসেছে। মারভেলের পাশে বসে যে আবহাওয়া নিয়ে ভাব জমাতে চাইল। বলল, দিনটা আজ সত্যিই সুন্দর। কি বল? কি চমৎকার সূর্য উঠেছে দেখেছেন? রোদে চারদিক ভরে গেছে।

—হুঁ। মারভেল নিরাসক্তভাবে বলল। আসলে লোকটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না তার। কিন্তু লোকটি খুবই গায়ে পড়া ধরনের। মারভেলের সঙ্গের বইগুলো দেখিয়ে বলল, এগুলি আপনার?

—হ্যাঁ।

www.BanglaBook.org

—বই পড়া খুব ভালো।

—হবে।

—আপনি খুব বই পড়তে ভালবাসেন বুঝি?

—হ্যাঁ। মানে, না।

—না মানে?

—বইটই আমি পড়ি না।

—পড়েন না তাহলে বই নিয়ে ঘুরছেন কেন?

—ও হ্যাঁ বই? বই পড়তে আমি খুব ভালবাসি।

—তাই বলুন। বই পড়তে ভালবাসেন বলেই তো সঙ্গে বই রেখেছেন।

—হবে।

—বইয়ে অনেক ভালো ভালো কথা লেখা থাকে। তাই না?

—হবে।

—আবার এমন অনেক কথা আছে যেগুলি বইয়ে থাকে না।

—হতে পারে।

নাবিকটি বুঝতে পারল, মারভেল তার সঙ্গে ভাব জমাতে চায় না। নিরাশ হয়ে সে একটা খবরের কাগজ খুলে বসল। কয়েক সেকেণ্ড বাদে সে নিজের মনেই বলে উঠল, দূর সব বাজে কথা। গাঁজাখুরি গপ্পো। অদৃশ্য মানুষ আবার হয় নাকি? এরা এখানে অদৃশ্য মানুষের কথা লিখেছে। মানুষ অদৃশ্য হতে পারে বিশ্বাস করেন? এটা কি সত্যি?

—হতে পারে।

—যাঃ। মানুষ কখনো অদৃশ্য হতে পারে? বললেই হলো। খবরের কাগজে যতসব বাড়াবাড়ির ব্যাপার। যা ইচ্ছে ছেপে দিলেই হল। এই সাংবাদিকগুলোও হয়েছে সেরকম। যা ইচ্ছে গপ্পো ছেপে দিয়ে খালাস। যতসব রাবিশ আমাদের বিশ্বাস করতে বলে। আপনি কি বলেন? অদৃশ্য মানুষ বলে কিছু হতে পারে?

www.BanglaBook.org

মারভেল এবার খুব চটে গিয়ে বলে উঠল, অবশ্যই পারে। সাংবাদিক ঠিক কথাই লিখেছে। অদৃশ্য মানুষ আছে, আমি জানি।

—একটু আগে যে আপনি বললেন অদৃশ্য মানুষ নেই ?

—আমি ? কক্ষনো না। আমি একথা বলতেই পারি না।

—কি মুশকিল আপনিই তো বললেন।

—মোটেই আমি একথা বলি নি। অদৃশ্য মানুষ আছে আমি জানি। অদৃশ্য মানুষ সম্পর্কে অনেকের চাইতে আমি ভাল করে জানি। হাড়ে হাড়ে জানি আমি ওর সম্পর্কে। উফ্। গেছি গেছি। আর করব না প্লিজ। ছেড়ে দিন আমাকে।

মারভেলের হঠাৎ এরকম অসংলগ্ন কথায় নাবিকটি খুব অবাক হয়ে গেল। সে জিজ্ঞেস করল, কি হল আপনার বলুন তো ?

—ব্যথা।

—ব্যথা ? কোথায় ?

—দাঁতে। কদিন ধরে দাঁতের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছি ?

—কিন্তু দাঁতে ব্যথা। আপনি তো ঘাড়ে হাত রেখেছেন।

—তাই নাকি ? উফ্। না, না আমি চলি। বইগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল মারভেল। নাবিকটি আশ্চর্য হয়ে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল। ঠিক সেই সময় তার চোখে পড়ল, ক্যাশবাক্স থেকে একতাড়া নোট নিজের থেকে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। নোটগুলো সে হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু দুর্দান্ত একটা ঘুষি এসে পড়ল তার মুখে। যন্ত্রণায় কাতরে উঠল সে। মুখে হাত বোলাতে বোলাতে দেখল নোটের তাড়া দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। হাঁ করে নাবিকটি সেদিকে চেয়ে রইল।

BanglaBook.org

বারো

বিখ্যাত ডাক্তার কেম্প বার্ডক শহরের পাহাড়ের ওপর একটি

www.BanglaBook.org

বাংলোয় থাকে। কেম্পের বাংলোর বারান্দায় দাঁড়ালে গোটা শহরটা দেখা যায়। ড্রইংরুমে বসে আছে ডাক্তার কেম্প। সারা ঘরে চার-দিকে বইপত্র ঠাসা। প্রচুর পড়াশোনা করে কেম্প। পণ্ডিত বলে সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে। একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সে পাইপে টান দিচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে একটা গোলমাল তার কানে এল। গোলমালটা সম্ভবত নিচ থেকে আসছে। একটু চিন্তিত হল কেম্প। দুখানা জানলা খুলে দেখার চেষ্টা করল। জানলা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের আলো ঢুকে পড়ল ঘরে। কোথা থেকে আসছে গোলমালটা? চোখে পড়ল কেম্পের নিচে কিছু লোক ছুটোছুটি করছে আর পাহাড়ের গা বেয়ে তার বাংলোর দিকে দৌড়ে আসছে আরেকটি লোক। এই লোকটা আবার কে? বিরক্ত হল কেম্প। জানলাগুলো সে আবার বন্ধ করে দিল।

কি বোকা লোকগুলো? সারাদিন কোন কাজ নেই কর্ম নেই সবসময় কেমন গুজব নিয়ে মেতে আছে। যত স্টুপিডের দল। চেয়ারে ফিরে এসে কেম্প আবার বইয়ে মন দিল। পাইপ টানতে গিয়ে দেখল, আগুন কমে গেছে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগুনটা আবার বাড়িয়ে নিল সে। বইয়ে মন দিল কিন্তু মন বসছে না। এত গোলমালের মধ্যে পড়াশোনা করাই সত্যি খুব শক্ত। কতগুলো কুকুর ডাকতে শুরু করেছে, কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল, সাবধান। সাবধান। অদৃশ্য মানুষ আসছে।

ডাক্তার কেম্প মনে মনে এবার খুবই বিরক্ত হল। কি সব আজ-গুবি ব্যাপার। মানুষ আবার অদৃশ্য হতে পারে নাকি! লোকগুলো সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে। অদৃশ্য মানুষ। যত সব বাজে কথা। আজ কয়েকদিন ধরেই খবরের কাগজেও ওইসব ছাপতে শুরু করেছে। যত গুজব ছড়ানোর চেষ্টা। অদৃশ্য মানুষ কোথায় কি করেছে, কোথায় নিজে থেকে টাকা উড়ে গেছে। যত গালগল্প। ছাপার আর বিষয় পায় না কাগজগুলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বার্ডক শহর থেকে আঁকাবাঁকা একটা রাস্তা ক্যাম্পের বাংলোর পাশ দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে। সেই রাস্তার ওপরে পাহাড়ের ঠিক নিচে জলি ক্রিকেটস বলে একটা হোটেল। হোটেলের ভেতরে বসে একজন আমেরিকান আর একজন পুলিশ কফি খাচ্ছে। একটা কোচম্যান বসে গল্প করছে হোটেলের একটি ওয়েটার ছেলের সঙ্গে। বাইরের এত গোলমাল শুনে পুলিশটি সেই ছেলেটিকে জিগ্যেস করল, ব্যাপার কি বলতো? এত গোলমাল কিসের?

—বুঝতে পারছি না, মনে হয় কোথাও আগুন-টাগুন লেগেছে।

—তাই নাকি? আগুন লেগেছে?

—মনে তো হচ্ছে।

—ব্যাপারটা দেখাও দরকার তাহলে।

—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আগুন নয়। কোচম্যান বলল।

—তাহলে?

—আগুন হলে কালো ধোঁয়া দেখা যেত।

—তাই তো।

—সেইজন্যেই মনে হচ্ছে আগুন নয়। অন্য কিছু হবে।

—সেই অন্য কিছুটা কি?

—সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। লোকে দেখছি দৌড়াদৌড়ি করছে, খুব ঘাবড়ে গেছে, ভয় পেয়েছে।

—আগুনেও তো লোকে ভয় পায়।

—এটা অন্য রকম ভয় পাওয়া।

ঠিক সেই মুহূর্তে হুড়মুড় করে একটি লোকও হোটেলে ঢুকে পড়ল। লোকটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, দারুণ ঘাবড়ে গেছে। চোখ মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ভেতরে ঢুকেই সে চীৎকার করে বলল, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর দরজা জানালা বন্ধ করে দিন। অদৃশ্য মানুষ আসছে।

—অদৃশ্য মানুষ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—হ্যাঁ-হ্যাঁ অদৃশ্য মানুষ।

—কি বলছ কি তুমি ?

—ঠিকই বলছি। শীগ্‌গীর সব বন্ধ করে দিন। এখুনি ও ভেতরে ঢুকে পড়বে। সব কিছু তছনছ করে দেবে।

অদৃশ্য মানুষের কথা সকলে খবরের কাগজে পড়েছে। কিন্তু ব্যাপারটার মোকাবিলা এরা কেউ করে নি। লোকটার মুখে অদৃশ্য মানুষের কথা শুনে সকলেই খুব ভয় পেয়ে গেল। হোটেলের বাইরে যারা ছিল, সকলেই হুড়োহুড়ি করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরজা জানলা বন্ধ করা শুরু হয়ে গেল। আমেরিকান লোকটিও জানালা বন্ধ করতে দেখে গেছে। পুলিশটা গিয়ে লুকিয়েছে ঘরের একটা কোণায়। ভাবছে, এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল। অদৃশ্য মানুষ আবার এখানে ঢুকে না পড়ে। আগন্তুক লোকটি পুলিশকে দেখেই দৌড়ে তার কাছে চলে গেল, প্রার্থনা সুরে বলতে লাগল, আপনি তো পুলিশ, আমাকে বাঁচান। আপনি আমাকে না বাঁচালে অদৃশ্য মানুষ আমাকে মেরে ফেলবে।

—কেন ? কেন সে তোমাকে মেরে ফেলবে ? কি নাম তোমার ?

—আমার নাম মারভেল। আমি একজন ভিক্ষুক। কিছুদিন ধরে অদৃশ্য মানুষ আমার ঘাড়ে চেপেছে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ স্যার। এর মধ্যেই সে আমাকে আধমরা করে ফেলেছে। যতবার পালাতে গেছি ততবার ঠিক কোন না কোন ভাবে ধরে ফেলেছে।

—আজও তো তুমি পালিয়েছ।

হ্যাঁ। কোনরকমে হাত এড়িয়ে দৌড় দিয়েছি। কিন্তু আমি জানি ও আমাকে ছেড়ে দেবে না। সব সময় সে আমাকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছে। এবার যদি এখানে ঢোকে তাহলে ঠিক আমাকে ধরে ফেলবে। এক্ষুনি চলে আসবে ও। দয়া করে আমাকে বাঁচান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু মুশকিলটা কি জান? আজ আবার আমি লাঠি নিয়ে বেরোতে ভুলে গেছি। একটা লাঠি যদি এক্ষুনি পেতাম তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতাম।

আমেরিকান লোকটি এবার জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপারটা কি?

—এই লোকটাকে নাকি অদৃশ্য মানুষ খুন করবে।

—তাই নাকি? মারভেলকে ভাল করে লক্ষ্য করল আমেরিকানটি। মারভেল কাঁদতে কাঁদতে বলল, সব বলছি স্যার আপনাকে। কিন্তু তার আগে একটি ঘরে আমাকে বন্ধ করে রাখুন। ঠিক সেই মুহূর্তে হোটেলের দরজায় কে যেন সজোরে আঘাত করল। চিৎকার করে উঠল মারভেল। ওই যে দেখুন ও এসে গেছে, এসে গেছে। দয়া করে আমাকে কোন ঘরে বন্ধ করে রাখুন। নইলে ও আমাকে বাঁচতে দেবে না। ঠিক মেরে ফেলবে। আমেরিকানটি বলল, কি ব্যাপার তুমি এত নার্ভাস কেন? এই ছাখো আমার একটা পিস্তল আছে। অদৃশ্য মানুষ এলে গুড়ুম করে গুলি চালিয়ে দেব। কি হাল হয় তখন ওর দেখবে।—কথাটা বলে মারভেলকে সাহস দেওয়ার জন্য সে তাকে পিস্তলটা দেখাল। কিন্তু পুলিশটি বলে উঠল, আপনার সাহস তো কম না। আমি একজন পুলিশ, অদৃশ্য হোক আর দৃশ্য হোক আমার সামনে আপনি খুন করার কথা বলেন কি করে? এ তো ভাল কথা না। আমি তো এরকম হতে দেব না। আইন বলে দেশে একটা কিছু আছে তো নাকি? গুড়ুম করে গুলি করব বলেই গুলি করা যায়।

আমেরিকানটি তখন গলার সুর পাল্টে বলল, আরে না তুমিও যেমন। আমি কি ওকে মেরে ফেলব নাকি? যাঃ। আমি আসলে ওর পায়ে গুলি করব। পায়ে গুলি করে ওকে খোঁড়া করে দেব। তখন ওকে গ্রেপ্তার করা তোমার পক্ষে কত সুবিধা হবে বল তো?

—হুঁ। পুলিশটি গম্ভীরভাবে গোঁফে তা দিল।

এবার কোচম্যানটি পুলিশটির সঙ্গে দরজার দিকে একটু এগোল।

www.BanglaBook.org

পুলিশটি গলা মোটা করে জিজ্ঞেস করল, দরজার বাইরে কে ? কে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে ? মনে রেখো আমি একজন পুলিশ।

দরজায় ধাক্কা দেওয়া বন্ধ হল। আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কোচম্যানটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, যাক্, পুলিশ দেখে অদৃশ্য মানুষ তাহলে ভয় পেয়েছে।

পুলিশটি হাসতে হাসতে বলল, পুলিশকে সবাই ভয় পায়। তাহলে শুনুন। আমার অভিজ্ঞতার এক গল্প তোমাদের বলি।— গোঁফে তা দিয়ে পুলিশটি গল্প বলতে শুরু করল। ঠিক সেই মুহূর্তে জানলার কাঁচ ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙ্গে পড়ল। মেঝেতে ধক করে একটা শব্দ। অর্থাৎ কেউ লাফিয়ে ঘরে ঢুকেছে। মারভেল চিৎকার করে উঠল। ওই তো ও ঢুকে পড়ল। সাবধান। সাবধান।

আমেরিকানটি বলল, কিন্তু ও কোথায় ? আমি কেমন করে ওকে গুলি করব ?

—এখানে। এখানে ! মারভেল চেঁচিয়ে উঠল, আমার ঘাড় ধরে ও নিয়ে যাচ্ছে। তাড়াহুড়োতে পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ল আমেরিকানটি। কিন্তু গুলিটি গিয়ে লাগল দেয়ালে ঝোলানো একটা আয়নায়। আয়নাটা ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙ্গে পড়ল। আপনি থেকেই হোটেলের দরজা খুলে গেল। মারভেলের ঘাড় ধরে বার করে নিয়ে গেল অদৃশ্য মানুষ।

অদৃশ্য মানুষ বেরিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল, পুলিশটি এক কোণায় আশ্রয় নিয়েছে আর কোচম্যান এবং ওয়েটার ছেলেটি লুকিয়েছে টেবিলের নিচে। আমেরিকান ভদ্রলোক পুলিশটিকে ঠাট্টা করে বলল, তুমি বেশ নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়েছ কিন্তু। পুলিশটি হেঁ হেঁ করে গোঁফে তা দিয়ে বলল, সবকিছুতেই আমার একটা কৌশল আছে। আমি পুলিশ। সে কথা ভুলে গেলেও চলবে না।

—বুঝলাম। আমেরিকানটি ফিক করে হাসল।

www.BanglaBook.org

তেরো

ঘড়িতে এখন রাত দশটা। কেম্প তার ঘরে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছে। বিশেষ একটি ওষুধের ফলাফলের উপর পরীক্ষা করছে সে।

ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। বাইরে দুর্দান্ত ঘন কুয়াশা। তুষার-পাত চলছে অবিশ্রান্ত। পাইপের আগুন কমে গেছে কেম্পের, আগুনটা সে আবার খুঁচিয়ে নিল। ভাল করে একটা টান দিয়ে ঝুঁকে পড়ল বইয়ের উপর।

কেম্পের কাছে আজ সন্ধেবেলা একটি দুটির বেশি রুগী আসেনি। যে দু একজন এসেছিল, প্রেসক্রিপশন নিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়েছে। তারপর থেকে কেম্প একলাই পড়াশোনা করে যাচ্ছে। আজ তার চেম্বার সম্পূর্ণ খালি।

রাতের খাওয়া হয়ে গেছে ডাক্তার কেম্পের। ঝিকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। ঝি এখন নিজের ঘরে তোফা আরামে নাক ডাকাচ্ছে। ঠিক এই সময়ে কেম্পের কানে গুলির শব্দ উড়ে এল। বেশ অবাক হয়ে গেল সে। এত রাতে কে গুলি চালাল? জানলা খুলে নিচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করল কেম্প। কিন্তু কিছুই তার চোখে পড়ল না। এত ঘন কুয়াশা বাইরে চোখ আর চলতেই চাইছে না। আকাশের দিকে তাকাল কেম্প। পুরো আকাশ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। একটিও তারার চিহ্ন নেই আকাশে। চাঁদও নেই।

রোজ রাতে আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকা দীর্ঘদিনের অভ্যেস। একেক দিনের কত তারা থাকে আকাশে। তারায় তারায় ঝলমল করে আকাশ, ফুটফুট করে চাঁদ। কিন্তু আজ আকাশে কিছু নেই। শুধু ছায়া আর ছায়া।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গভীর অন্ধকার ছেয়ে রেখেছে পৃথিবী। অন্ধকারের নিকষ কালো রঙ পৃথিবীকে কালো করে রেখেছে। ঠিক এই মুহূর্তে বাড়ীর সদর দরজার কলিং বেলটা বেজে উঠল।

নিশ্চয়ই কোনো রুগী। পরের মুহূর্তেই দরজাটা খুলে গেল। আমার ঝি হয়তো দরজা খুলে দিয়েছে। কেম্প আশা করল, এক্ষুনি হয়তো ঝি এসে কোনো রুগীর আগমনবার্তা জানাবে। কিন্তু এত রাত্রে আবার রুগী। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল কেম্পের। এখন যদি এই রুগী আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে আসে, তাহলে? তাহলে আমাকে এখন বিচ্ছিরী ঠাণ্ডার মধ্যে রুগী দেখার জন্য বেরোতে হবে। মনে মনে একটু বিরক্তই হল কেম্প।

হঠাৎ দরজাটা বিচ্ছিরী শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে কে যেন ওপরে উঠে আসছে। আর কে, নিশ্চয়ই আমার ঝি। রুগীর বাড়ির লোককে বসিয়ে আমাকে খবর দিতে আসছে। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠা শেষ হয়ে গেল। কেম্প কাউকে দেখতে পেল না। পাঁচ মিনিট কেটে গেল, বাধ্য হয়ে কেম্প এবার ঘরের বাইরে এল। ঝিকে ডাকল। সে এলে কেম্প জিজ্ঞেস করল, এইমাত্র কে এসেছিল?

—দরজা তো আমিই খুলে ছিলাম।

—সেইজন্যই তো জিজ্ঞেস করছি, কে এসেছিল?

—কিছু বুঝলাম না।

—সেকি! আমি তো ভাবলাম কোন রুগী এসেছে।

—আমিও তাই ভেবেছিলাম স্যার।

—তবে?

—কাউকে না দেখতে পেয়ে আমি নিজেও খুব আশ্চর্য হয়ে গেছি সেইজন্যেই দরজাটা আবার বন্ধ করে আমি শুয়ে পড়েছিলাম।

—কিন্তু বেলটা কে বাজাল বলতো?

—আমার মনে হয় কোন দুষ্টু ছেলের কাজ।

—হুঁ। আমারও তাই মনে হচ্ছে। ঝিকে বিদায় দিয়ে কেম্প

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার তার ঘরে ফিরে এল। আবার পড়াশুনো শুরু করল। কলমটা তুলে কিছু লেখার চেষ্টা করল। রাত এখন প্রায় দুটো। অনেকক্ষণ পড়াশুনো করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কেম্প। কলম বন্ধ করে সে ভাবল, এবার শুয়ে পড়া যাক।

চেয়ার থেকে উঠে নিজের শোবার ঘরের দিকে এল ডাক্তার কেম্প। শোবার ঘরে ঢুকে একটা ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেল কেম্প। দরজায় রক্তের দাগ লেগে আছে। কার রক্ত? চিন্তা করল কেম্প। আমার তো হাত কাটে নি, তাহলে? রক্তের দাগ কোথা থেকে এল? বেশ চিন্তায় পড়ল কেম্প। হাতও কাটে নি। কোন দুর্ঘটনাও ঘটে নি। তাহলে রক্ত কেন। খুব আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করতে থাকল সে। কিন্তু আজ এত ক্লান্ত, ভাল করে চিন্তাও করতে পারছে না। শোবার জন্য বিছানার দিকে এগিয়ে গেল কেম্প। এবার সে আরো অবাক হয়ে গেল। বিছানায় বেশ খানিকটা রক্ত পড়ে আছে। এতো রক্ত! সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেল সে। কার রক্ত এল এখানে? কে ঢুকেছিল ঘরে? বিছানার চাদরটার দিকে তাকিয়ে সে আরো অবাক হয়ে গেল। কে যেন চাদরটার খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নিয়েছে।

কি ব্যাপার, চাদর ছিঁড়ল কে? ঝিটা আজ ভুল করে ছেঁড়া চাদর দেয় নি তো। ছেঁড়া অংশটুকু সে ভাল করে পরীক্ষা করল। বেশ বোঝা যাচ্ছে চাদরটা এক্ষুনি ছেঁড়া হয়েছে। কে এরকম করল?

ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন তাকে নাম ধরে ডাকল। ডাক্তার কেম্প—

—কে? কে আমাকে নাম ধরে ডাকল? চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকাল ডাক্তার কেম্প। কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না।

সেই অদৃশ্য কণ্ঠ আবার বলে উঠল, কেম্প—আমি। বিব্রত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে শুরু করল কেম্প। কিছুই দেখতে পাচ্ছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না। ভয়ে এবং বিস্ময়ে তার শরীরের ঘাম বেরিয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে ভাবল, চাকরবাকরদের সে ডাকবে কিনা। এত ভয় করছে তার। কিন্তু সেই অদৃশ্য কণ্ঠ আবার বলল, ভয় পেও না কেম্প। আমি তোমার পরিচিত। তুমি ঠিক আমাকে চিনতে পারবে।

—কিন্তু আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে আমি ভয় পাব না কেন?

—না না, তবু তুমি ভয় পেও না। আমাকে দেখতে তোমরা পাবে না। আমি অদৃশ্য।

—অদৃশ্য। অবাক কাণ্ড।

—হ্যাঁ ভাই আমি অদৃশ্য।

—সে কি?

—ভগবানকে ধন্যবাদ ভাই এতদিনে তিনি একজন পরিচিত মানুষকে জুটিয়ে দিয়েছেন, যে আমাকে বুঝবে।

—কিন্তু এমন কি করে সম্ভব হলো? মানুষ কিভাবে অদৃশ্য হতে পারে?

চোখে পড়ল কেম্পের, একটা ব্যাণ্ডেজ খুব আশ্চর্যজনক ভাবে আর্মচেয়ারের হাতলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। জীবনে কখনো এ ধরনের দৃশ্য কল্পনাও করেন নি কেম্প। ভূত নাকি, সে মনে মনে ভাবল। চিৎকার করার চেষ্টা করল, কিন্তু অদৃশ্য মানুষ তাকে আঘাত করে বিছানায় ফেলে দিল। আবার চেঁচিয়ে উঠতে গেল কেম্প, অদৃশ্য মানুষ বলে উঠল, চিৎকার করো না কেম্প, আমি গ্রিফিন।

—গ্রিফিন? কোন্ গ্রিফিন।

—আমি তোমার সঙ্গে স্কুল আর কলেজে পড়েছি। তুমি কি আমাকে ভুলে গেছ?

—আমার সঙ্গে স্কুল কলেজে পড়েছ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—হ্যাঁ কেম্প, হ্যাঁ। আমি তোমার সঙ্গে পড়াশুনা করেছি; দয়া করে আমাকে মনে করার চেষ্টা করো, ঠিক মনে পড়ে যাবে।

—গ্রিফিন। ফিজিক্স আর অঙ্কে ফার্স্ট হয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডেল পেয়েছিল, তুমি সেই গ্রিফিন।

—হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ, আমি সেই গ্রিফিন। যাক্ ভগবানকে ধন্যবাদ তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ।

—কিন্তু সেই গ্রিফিন ছিল ছয় ফুট লম্বা। সে তো অদৃশ্য ছিল না। কলেজে আমরা তাকে যথেষ্ট স্বাভাবিক দেখেছি। তাহলে তুমি কি করে গ্রিফিন হলে? তুমি তো অদৃশ্য।

—তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র কেম্প। বোকার মতো কথা বলছ কেন?

—বোকার মতো!

—হ্যাঁ। বোকার মতো। আমি তোমাকে সব বলব।

—তাহলে বল।

—বলব কেম্প বলব। তোমার লেবোরেটরিতে আমি পরীক্ষাও করব। তোমার লেবোরেটারি ব্যবহার করতে পারলে আমার সুবিধাই হবে। অনেকদিন কোন ভাল লেবোরেটারি ব্যবহার করতে পারি নি।

—তুমি আমার লেবোরেটারি ব্যবহার কোর। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল তো?

—অধৈর্য হয়ো না কেম্প। সবই শুনতে পাবে। কিন্তু এখন আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। আমায় কিছু খেতে দাও ভাই; বড় ঠাণ্ডা পড়েছে আজকে।

—তোমার কি খুব শীত করছে গ্রিফিন?

—শীত তো করবেই ভাই।

—কেন? তোমার গায়ে গরম জামাকাপড় নেই?

—না ভাই। পোষাক থাকলে তো তুমি সহজেই আমাকে চিনে ফেলতে।

—কি ভাবে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আমি অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারি। কিন্তু পোষাক তো অদৃশ্য হবে না।

—কি সব আজে বাজে ব্যাপার। একটা মানুষ আমার সামনে বসে কথা বলছে কিন্তু অথচ আমি তাকে দেখতে পারছি না। বিশ্রী লাগছে আমার।

—প্রিয় বন্ধু কেম্প। দয়া করে আমাকে বুঝবার চেষ্টা করো। কে যেন কেম্পের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল, হাতটাকে নিয়ে নগ্ন দেহের উপর রাখল। চোখ, মুখ, হাত সব কিছুই অনুভব করতে পারল কেম্প। ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল কেম্প। কেমন করে এটা সম্ভব হল। আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু অনুভব করছি। কেমন ব্যাপার। চিন্তা করে কিছুতেই কুল পাচ্ছে না কেম্প। অদৃশ্য মানুষ বলল, এখন নিশ্চয়ই তুমি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছ। সত্যি সত্যি আমি এখন অদৃশ্য। দয়া করে এক সেট গরম পোষাক আমায় দাও। আজ বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে।

তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে এক সেট গরম পোশাক নিয়ে এল কেম্প। কে যেন তার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল সেগুলো। আশ্চর্য হয়ে কেম্প দেখল, সার্টটা শূন্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শূন্যের মধ্যে সার্টের বোতাম লাগান হচ্ছে, প্যাণ্ট পরা হচ্ছে, কোট পরা হচ্ছে। কোট প্যাণ্ট পরা হয়ে গেলে কে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তারপর কেম্পকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, তুমি আমায় বাঁচালে ভাই। সত্যি এতো ঠাণ্ডা পড়েছে।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন ভাল লাগছে তো?

—হ্যাঁ। এবার আমায় কিছু খেতে দাও।

—কিন্তু তার আগে আমাকে বলো এই ঠাণ্ডার মধ্যে উলঙ্গ হয়ে ছিলে কেন? ব্যাপারটা কি?

—তোমাকে তো বললাম আমি অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারি কিন্তু পোষাক কি করে অদৃশ্য হতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তা অবশ্য ঠিক।

—লোকে তো পোষাক দেখেই আমাকে চিনে ফেলবে।

—এর আগে ছিলে কোথায়?

—আইপিন্ড নামে একটা ছোট্ট শহরে ছিলাম।

—সেখান থেকে চলে এলে কেন?

—দায়ে পড়ে ভাই। দায়ে পড়ে। স্রেফ দায়ে পড়ে সেখান থেকে পালিয়েছি। তারপর থেকে এই অবস্থা।

—অবশ্য লোকেও এই ধরনের পোষাক দেখলে ঘাবড়েই যাবে।

—সে কথাও ঠিক। সেইজন্যই মুখে আমি ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করি।

—কিন্তু এতো সব ব্যাপার ঘটল কেমন করে বল তো?

—সব বলব ভাই। সব বলব। তার আগে আমায় কিছু খেতে দাও। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

—এখন বলতে পারছ না?

—ক্ষিদের চোটে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে কেম্প। আমি কথা পর্যন্ত বলতে পারছি না। দয়া করে তুমি মানুষের মতো ব্যবহার করো। তোমার মানবতার পরিচয় দাও। আর তা:ছাড়া আমার হাতটাও জখম হয়েছে বেশ। অনেক রক্ত পড়ে গেছে।

—বিছানায় এই রক্ত তাহলে তোমার?

—হ্যাঁ ভাই, আমার রক্ত তো অদৃশ্য নয়। এখন প্লিজ আমায় কিছু খেতে দাও।

—দাঁড়াও। চাকর বাকরকে ডাকি।

—না, না কাউকে ডাকতে হবে না। আমাকে দেখলে তোমার লোকেরা ভয় পেয়ে যাবে। তুমি নিজেই যা পারো নিয়ে এসো।

—আচ্ছা।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেম্প। একটু বাদে কিছু খাবার নিয়ে এল। কিছু পাউরুটি আর মাখন, আলু ভাজা আর দুটো কাটলেট। অদৃশ্য মানুষকে বলল, নাও খেয়ে নাও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুব খুশী হয়ে খাবারের প্লেটটা নিল গ্রিফিন। শূন্যের মধ্যেই খাবারগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তৃপ্তি করে খেতে খেতে গ্রিফিন বলল, আজ অমি কিছু খাই নি। ওই বদমাইস মারভেলটা একবার যদি ওকে হাতে পাই।

—মারভেল কে গ্রিফিন?

তোমায় সব বলব কেম্প। আগে আমাকে একটু স্বাভাবিক হতে দাও।

—দাঁড়াও কফি তৈরি করি।

—ঘরেই সব ব্যবস্থা রেখেছ দেখছি।

—হ্যাঁ। কফির ব্যবস্থা আমি ঘরেই রেখেছি। ইচ্ছে মতো যাতে যখন তখন বানাতে পারি।

কফি তৈরি করে গ্রিফিনকে দিল কেম্প। গ্রিফিন জিজ্ঞেস করল, সিগার আছে?

—আছে।

—দাও একটা খাই।

একটা সিগার নিয়ে গ্রিফিনের দিকে কেম্প এগিয়ে দিল। দেখল, কোটের হাতাটা এগিয়ে এসে সিগারটা তুলে নিল। শূন্য একটা জায়গায় সিগারটা দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজে থেকে সিগারে আগুন ধরে গেল। ধোঁয়া বেরোতে লাগল। কেউ যেন আরামে করে সিগারেটে টান দিচ্ছে। হাই তোলার শব্দ পেলো কেম্প। গ্রিফিন বলল, জানো কেম্প, গত চারদিন আমি ঘুমোই নি।

—সে কি?

—হ্যাঁ ভাই। চারদিন এক মিনিটের জন্যও ঘুম হয়নি আমার। এখন আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।

—কিন্তু কি ভাবে তুমি অদৃশ্য হলে তা তো বললে না।

—তোমাকে আমি সবই বলব কেম্প। কিন্তু আজ রাত্রে দয়া করে আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও।

www.BanglaBook.org

—বেশ। তুমি ঘুমোও। আমি পাশের ঘরে আছি।

—মনে রেখো কেম্প, কেউ যেন সকাল বেলায় এ ঘরে না আসে। তাহলে আমি খুব সমস্যায় পড়ে যাব।

—না, না কেউ আসবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারো।

—কেউ আমাকে সকালে এসে বিরক্ত করবে না তো?

—কেউ বিরক্ত করবে না। তুমি শোও।

ঠিক সেই সময় কেম্পের চোখে পড়ল, ধোঁয়ার মধ্যে কাচের মতো আবছা একটা মুখ। অবাক হয়ে কয়েক সেকেণ্ড সে সেদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পাশের ঘরে চলে গেল।

চৌদ্দ

সোফাতেই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া মনস্থ করেছে কেম্প। হঠাৎ দেখল, ঘরের মধ্যে কোট প্যান্ট। অদৃশ্য মানুষ ঘরে এসেছে। সে বুঝল। জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার গ্রিফিন তুমি ঘুমোও নি?

—না ভাই ঘুম আসছে না। একটা কথা মাথায় এলো।

—কি কথা?

—সেটাই তোমাকে বলতে এলাম।

—তাহলে বলো।

—তুমি তো আছ এই ঘরে। তোমার লোকজন জানবে আরেকটি ঘর খালি রয়েছে তখন যদি তারা সে ঘরে ঢোকে তাহলে আমাকে দেখলে তারা ভয় পেয়ে যেত। মানুষ নেই, অথচ কোট প্যান্ট—এটা তাদের পক্ষে সাংঘাতিক ভীতির কারণ হলো।

—তাহলে কি করতে বলো তুমি?

—আমি ভাবছি আমিও এই ঘরেই থাকব। তুমি সোফায় শুয়ে পড় আমি এই কোচটাতে বসে রাত কাটিয়ে দেব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তাহলে তোমার বিশ্রাম হবে ?

—পুরোপুরি না হোক খানিকটা তো হবেই।

—তুমি কিন্তু ওঘরেই থাকতে পারতে।

—না, না, আমি তোমার সঙ্গেই রাত কাটাব। আমার অবস্থাটা একবার চিন্তা করো কেম্প, শান্তিতে আমি একটা মিনিটও বিশ্রাম নিতে পারি না।

—কিন্তু কেন ? কি ভাবে এমন হলো ?

—বলছি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলো।

—তোমার ঘুমের অসুবিধা হবে না তো ?

—আরে না। তুমি বলো না আগে সব ঘটনা শুনি। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি খুব উজ্জ্বল ছাত্র ছিলাম। শেষ পরীক্ষা পাশ করার পরে আমি ফিজিক্সে রিসার্চ শুরু করি।

—হ্যাঁ মনে আছে। তোমার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়েছিল তুমি বলেছিলে আলোক রশ্মির উপর গবেষণা করবে।

—ঠিক মনে আছে তোমার।

—কিন্তু তারপর কি হল ?

—রিসার্চ যখন এগোচ্ছে সেই সময়ে আমি নতুন কিছু আবিষ্কার করার জন্য খুব উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম।

—নতুন কিছু মানে ?

—এমন একটা কিছু যা আগে কেউ কখনো আবিষ্কার করে নি। এমন একটা কিছু যা মানুষের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে। সব সময় এই চিন্তা আমাকে কুরে কুরে খেত।

—তারপর ?

—চব্বিশ ঘণ্টা আমি এই চিন্তাই করতাম কি ভাবে নতুন কিছু আবিষ্কার করা যায়। পাগলের মতো গবেষণা চালিয়ে যেতাম। আমার মনে হতো চেষ্টা করলে মানুষও অদৃশ্য হতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ কেম্প, হ্যাঁ। প্রথমে আমি একটি বিড়ালের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছিলাম। দেখলাম বিড়ালটা অদৃশ্য হয়ে গেল। রক্তমাংসের বিড়ালটা সামনেই রয়েছে অথচ অদৃশ্য। নিজের গবেষণার এই আশ্চর্য সুফল দেখে আমি খুব আশান্বিত হয়েছিলাম যে বিড়ালকে যদি অদৃশ্য করা যায় তাহলে মানুষকে অদৃশ্য করা যাবে না কেন ? মানুষও অদৃশ্য হতে পারে।

—অবাক কাণ্ড। আজ পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক এরকম কথা বলেন নি।

—ঠিক বলেছ কেম্প। আজ পর্যন্ত কেউ বলেন নি ঠিক কথা কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে বলো ? ভবিষ্যতে তো এই গবেষণা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই না ? এবিষয়ে প্রথম সফল বৈজ্ঞানিক হব আমি।

—খুব অদ্ভুত লাগছে আমার। তুমি তো আমাকে অবাক করলে গ্রিফিন।

—বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যখন নতুন কথা কেউ বলে সেই কথাটা তার আগে আর কেউ বলে না। নতুন কোন আবিষ্কার যখন কেউ করে সেই আবিষ্কারটি তার আগে আর কেউ করে না। নিউটনের আগে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বটি নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তত্ত্বটি তিনি প্রথম আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। আর সেই মুহূর্তে গোটা পৃথিবী সেটিকে স্বীকার করে নিল।

—কিন্তু তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?

—ঠিক সেই রকম মানুষের পক্ষে অদৃশ্য হওয়া সম্ভব এ কথা আর কেউ বলেন নি। এখন পৃথিবীতে আমি একমাত্র বৈজ্ঞানিক যে সদর্পে এই কথা ঘোষণা করার জন্য তৈরি হয়ে আছি। আমি পৃথিবীকে জানাব মানুষের পক্ষেও অদৃশ্য হওয়া সম্ভব।

www.BanglaBook.org

—বেশ তো। তাহলে সেকথা তুমি রয়াল সায়েনটিস্ট এসোশিয়েসনকে জানাও নি কেন?

—জানাব।

—কবে জানাবে?

—আসলে সেখানেই একটা মুশকিল হয়ে গেছে।

—কি?

—অদৃশ্য কিভাবে হওয়া যায় আমি জেনেছি। কিন্তু আবার দৃশ্যমান হওয়ার উপায় আমি এখনো বার করতে পারি নি। এটি আবিষ্কার করা এখনো আমার বাকি রয়ে গেছে। অথচ এটা আবিষ্কার করতে না পারলে আমার এই আবিষ্কারটা মানুষের কোনো কাজে আসবে না। এর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করার যে সুযোগ, সময় এবং অর্থের প্রয়োজন তা আমার নেই। সে ব্যাপারে কি আমি তোমার কাছে কোন সাহায্য পাব?

—পাবে?

—তোমার লেবোরেটারি আমাকে ব্যবহার করতে দেবে?

—যত খুশী ব্যবহার করো। তোমার এই মহান আবিষ্কারে আমি সহায়তা করব এ তো স্বাভাবিক। আর তাছাড়া তুমি আমার বন্ধু।

—শুনে খুব খুশী হলাম কেম্প। কিন্তু এখন আমার প্রথম কাজ মারভেলকে খুঁজে বার করা। ওই বদমাইস, পাজীটা আমার তিনটে ডায়েরী আর তিন হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। ওকে খুঁজে বার করে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি হবে না।

—বারে বারে তুমি মারভেলের কথা বলছ। লোকটা কে?

—এতক্ষণ আমি তোমাকে ওর সম্পর্কে কিছুই বলি নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এসব বললে তুমি আমাকে বুঝতে পারবে। তুমি তো বুঝতেই পারছ আমি অদৃশ্য হলেও আমার পোশাক, টাকা পয়সা, জিনিষপত্র এগুলি কিছুই অদৃশ্য নয়। আর এখানেই হচ্ছে

www.BanglaBook.org

বেঁচে থাকার আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা। আইপিতে থাকার সময় চোখে আমি সবসময় গাঢ় নীল রঙের চশমা ব্যবহার করতাম কিন্তু সেই জায়গাটা আমাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে।

—কিন্তু কেন? কেন তুমি জায়গাটা ছেড়ে এলে?

—কারণ লোকে সবসময় আমাকে সন্দেহ করা শুরু করল। টাকা পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছিল আমার। পকেট একেবারে খালি ছিল।

—তখন কি করলে?

—আমাকে টাকা জোগাড় করতে হলো।

—কি ভাবে?

—চুরি করে।

—চুরি করে?

—হ্যাঁ ভাই। বাঁচার জন্য আমাকে চুরি করতে হয়েছে। ওই বদমাইস মারভেলটাকে আমি এ্যাসিসটেন্ট বানিয়েছিলাম। ও আমাকে সাহায্য করত।

—চুরির ব্যাপারে ও কিভাবে তোমাকে সাহায্য করত?

—আমাকে তো কেউ দেখছে না। আমি ওর সঙ্গে থাকতাম। কোন হোটেল বা কোন দোকানে ঢুকে ক্যাশবাক্স থেকে আমি টাকা তুলে নিতাম। নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে ওর পকেটে চালান করে দিতাম। ওকে কেউ সন্দেহ করত না। অথচ লোকে দেখত, টাকাগুলো নিজে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে বহু টাকা চুরি করেছি আমি। একবার একটা নাবিক আমাকে বাধা দিতে এসেছিল। আমি তাকে শেষ করে দিয়েছি। যাই হোক, আমার এই চুরি করে পেট চালানোর ব্যাপারটা ভালই চলছিল। কিন্তু ওই মারভেল এত পাজী, এত লোভী, ও চেষ্টা করল, আমার সব টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিতে। সে যে আমি হতে দিতে পারি না। এখন যদি ওকে হাতে পাই, খুন করে ফেলব। ইতিমধ্যেই জীবিকা নির্বাহের জন্য বেশ কয়েকটা খুন আমাকে করতে হয়েছে।

www.BanglaBook.org

—সে কি ? তুমি খুন করেছ ?

—হ্যাঁ কেম্প। একটা না, বেশ কয়েকটা। আরো করব। তবে সবচাইতে আগে খুন করব ওই মারভেলকে। আমার সর্বস্ব নিয়ে ও পালিয়ে গেছে। কিছুতেই আমি ওকে ছেড়ে দেব না। গত রাত থেকে আমি ওকে পাচ্ছি না। প্রথমে একটা হোটেলে ও ঢুকে পড়েছিল। আমিও সেখানে জানলা ভেঙ্গে ঢুকে পড়েছিলাম। ওকে ঘড়ি ধরে বার করে নিয়ে আসার সময় আমার হাতে গুলি লাগে। সেই ফাঁকে হাত ছাড়িয়ে পাজীটা পালিয়ে যায়।

—কে গুলি করল তোমায় ?

—একটা বদমাইস আমেরিকান। হঠাৎ গুলি করে আমার হাতটা জখম করে দিয়েছে। কিন্তু মারভেলকে আমি খুঁজে বার করবই। ছেড়ে আমি ওকে দেব না। আমাকে চেনে না ও। ও জানে না গ্রিফিনের প্রতিহিংসা কি ভয়ানক। ভেবেছে, ও পার পাবে। কোথায় যাবে শালা ? ওর রক্ত না দেখলে আমার শান্তি নেই।

—মানুষ কিন্তু তুমি এখন অনেক বদলে গেছ গ্রিফিন। অনেক নীচে নেমে গেছ। আবিষ্কারের নেশা এতো মারাত্মক। স্থান, কাল, পাত্র, বোধ, বুদ্ধি, বিবেক, মূল্যবোধ সব হারিয়ে বসে আছ। এটা কি ঠিক ? এই ধরনের ধ্বংসাত্মক মানসিকতা কিন্তু তোমার কাছে আগে কখনো আশা করতাম না।

জ্ঞান দিচ্ছ কেম্প ?

—জ্ঞান নয় গ্রিফিন। সত্যি কথাই বলছি। যাক্ এসব তোমার নিজস্ব ব্যাপার। আমার বলার কিছু নেই।

—অবশ্যই আমার নিজস্ব ব্যাপার। এরপর দেখবে একটার পর একটা ভয়ানক ঘটনার সৃষ্টি করব আমি। ত্রাসের সঞ্চার করব সর্বত্র। আমার নাম শুনে লোকে ভয়ে কাঁপবে।

—কিসের এতো রাগ তোমার ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বৈজ্ঞানিক কেম্প। আমার বিজ্ঞান সাধনা দিয়ে মানুষের উপকার চেয়েছিলাম। আমার আবিষ্কার পৃথিবীর সভ্যসমাজের কাজে আসত। আমি শুধু তার বদলে চেয়েছিলাম ভদ্রভাবে জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ। কিন্তু সে সুযোগ আমাকে দেওয়া হল না। আমার প্রতি সহানুভূতি কেউ দেখায় নি। এত নিষ্ঠুর এই পৃথিবী! এবার আমার সমস্ত প্রতিভা আমি ধ্বংসের কাজে নিয়োগ করব। বুঝিয়ে দেব বিজ্ঞান কত নিষ্ঠুর হতে পারে। তুমি আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করো কেম্প। বলো সাহায্য করবে? আমার জন্য নিশ্চিন্ত নিরাপদ একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দাও। একটি জীবিকার ব্যবস্থা করে দাও। তারপর আমি আমার কাজ করে নেব। —এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে থামল গ্রিফিন। একটু বাদে বলল, আমি তো আমার সব কথা তোমায় বলে দিলাম কেম্প। কিন্তু তুমি আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে না তো?

তুমি কি পাগল হয়েছ গ্রিফিন? আমি তোমার বন্ধু। বড্ড বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ তুমি। এই নাও একটা সিগার ধরাও। বিশ্রাম নাও এবার। অনেকক্ষণ কথা বলেছ। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।

—ধন্যবাদ ভাই। এখন আমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারব। কোচে গা এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ সিগার টানতে লাগল গ্রিফিন। তারপর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে গ্রিফিনের দিকে তাকিয়ে কেম্প বুঝল, সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু কেম্প ঘুমোতে পারছে না। অজস্র চিন্তা ভিড় করে আসছে তার মাথায়। এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত সে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না। গভীরভাবে সে চিন্তা করছে। দিশেহারা লাগছে তার। কি করবে সে। গ্রিফিনের প্রতি কর্তব্য পালন করবে? নাকি একজন সৎ নাগরিক হিসেবে সমাজের প্রতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কর্তব্য পালন করবে ? গ্রিফিন তো সমাজের শত্রু। সমাজের অজস্র ক্ষতি করেছে সে। আরো ক্ষতি করবে। এই পরিস্থিতিতে কেম্প কি করতে পারে ? এদিকে ভোর হয়ে আসছে ক্রমশঃ। পূর্ব দিকে লাল আভা দেখা যাচ্ছে সময় আর বেশি নেই। অনেক চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছল কেম্প। না, গ্রিফিনের প্রতি কর্তব্য পালন করতে গিয়ে সে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। ব্যক্তির চাইতে সমষ্টির স্বার্থ অনেক বড়। সে ডাক্তার ও বিজ্ঞানী। সমাজের সেবা করা তার ধর্ম। সমষ্টির স্বার্থ তাকে দেখতেই হবে। আর সময় নেই। একটু বাদে গ্রিফিন জেগে উঠবে। যা করার এক্ষুনি করে ফেলতে হবে তাকে। এই অদৃশ্য মানুষ যদি আবার জেগে ওঠে, ভয়াবহ ত্রাসের সঞ্চার হবে সর্বত্র। এখান থেকে বেরোলেই সে আবার পিশাচের ভূমিকা গ্রহণ করবে। সে আমি কিছুতেই হতে দেব না। কিছুতেই আমি ওকে একটার পর একটা খুন করতে দেব না। গ্রিফিনের স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ানোর অর্থই হলো সাম্রাজ্যের বিশাল ক্ষতি। গ্রিফিন মানবতার অভিশাপ। ধ্বংসের কাজে সাহায্য তো আমি করতে পারব না।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কেম্প। গ্রিফিন তখন ঘুমোচ্ছে। আস্তে করে দরজাটা টেনে দিল কেম্প। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। টেলিফোনের ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। থানায় ফোন করে বলল, ডাক্তার কেম্প কথা বলছি।

—বলুন।

—অদৃশ্য মানুষ এখন আমার বাড়ীতে আছে। যত তাড়াতাড়ি পারেন আপনারা চলে আসুন।

তাই নাকি ? অদৃশ্য মানুষ আপনার বাড়ীতে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বাড়ীতে। দেরী করবেন না। পুলিশ ফোর্স নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব চলে আসুন। প্রথমে আমার বাড়ী আপনারা ঘিরে ফেলবেন নইলে ও কিন্তু পালিয়ে যাবে। আর একবার যদি

www.BanglaBook.org

পালায় আর ওকে ধরা যাবে না। একটার পর একটা খুন করতে শুরু করবে তখন। কতক্ষণের মধ্যে আসছেন আপনারা?

—এই ধরুন আধঘণ্টা।

—না, না আধঘণ্টা না পারলে মিনিট পনেরোর মধ্যে চলে আসুন। দেরী করবেন না যেন। ওকে গ্রেফতার করতেই হবে। —রিসিভার রেখে দিয়ে হাঁপাতে লাগল কেম্প। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সে।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই পুলিশের একটি বাহিনী নিয়ে একটি ভ্যান এসে দাঁড়াল কেম্পের বাড়ার সামনে। দ্রুত বাড়ীটি ঘিরে ফেলা হল। বাঁশি এবং বুটের শব্দ শুনে কেম্প বুঝল পুলিশ এসে গেছে। যাক্ আর চিন্তা নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে সে ওপরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। ঠিক তক্ষুণি গ্রিফিন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। বিশ্বাসঘাতক, বদমাইস পুলিশকে তুমি সমস্ত জানিয়ে দিয়েছ। তোমার মত লোককে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। পাজী হতচ্ছাড়া এখন কে বাঁচাবে তোমাকে? বাইরের দরজায় তখন পুলিশবাহিনীর প্রধান কর্ণেল এডি কলিং-বেল বাজাচ্ছে। কেম্পের ঝি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। দ্রুত পুলিশ ঢুকে পড়ল বাড়ীর মধ্যে। কোন রকমে দম নিয়ে কেম্প চেঁচিয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি এদিকে চলে আসুন কর্ণেল। অদৃশ্য মানুষ আমাকে মেরে ফেলছে।

অদৃশ্য মানুষের নাম শুনেই কেম্পের ঝি চটপট তার নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে। কিন্তু দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হলো, অদৃশ্য মানুষ যদি এই ঘরে থাকে তাহলে? তাড়াতাড়ি সে আবার দরজা খুলে বেরিয়ে এল। ঠিক তক্ষুণি কে যেন হুড়মুড় করে তার গায়ে পড়ে গেল। এদিকে কেম্প তারস্বরে চিৎকার করে যাচ্ছে। এদিকে আসুন এডি, এদিকে আসুন। অদৃশ্য মানুষ আমাকে মেরে ফেলছে।

এডি তাড়াতাড়ি কেম্পকে সাহায্য করার জন্য দৌড়ে এল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এডিকে দেখে কেম্প বলল, একটু দেরি হয়ে গেল আপনার। আসামী পালিয়ে গেছে। এখন ওকে ধরা খুব মুশকিল হবে। হতাশ হয়ে এডি বলল, এখন উপায় ?

—উপায় একটা আছে। আপনার পুলিশ কিছুতেই তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না। ওর হদিশ পেতে পারে একমাত্র পুলিশের কুকুর।

—কুকুর কি ভাবে পাবে ?

—কুকুরের ঘ্রাণশক্তি সাংঘাতিক। আর অদৃশ্য মানুষ আমাকে বলেছে, ও মারভেলকে খুঁজে বার করবে। কারণ ওর টাকাকড়ি, ডায়েরী সব মারভেলের কাছে। আমি খুব ভাল করেই জানি, ওগুলো ও হাতছাড়া করতে চাইবে না। তাই মারভেলের খোঁজ ওকে করতেই হবে। এই সঙ্গে খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা ওকে করতে হবে। আপনারা দেখুন যাতে ও কোথাও কোন খাদ্য বা আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করতে পারে। একেবারে যদি অনাহারে থাকে আর যদি কোথাও আশ্রয় না পায় আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন উপায় তার থাকবে না।

—বুঝলাম। আপনি যেগুলি বললেন সেগুলি আমি করছি কিন্তু এ ছাড়া আর ওকে গ্রেপ্তার করার কোন উপায় নেই।

একটু চিন্তা করে কেম্প বলল, আরেকটা উপায় আছে।

—কি সেই উপায় ?

—সমস্ত রাস্তায় রাস্তায় ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে দিন। জুতো ও পরে না। আর ওর দেহ অদৃশ্য কিন্তু রক্ত অদৃশ্য নয়। খালি পায়ে হাঁটার সময় পা কেটে রক্ত পড়বেই। তখন ওই রক্তের দাগ ধরে অনুসরণ করতে আপনাদের সুবিধা হবে।

—বেশ। বেশ। প্রথমে আমরা ওর খাদ্য বন্ধ করে দিচ্ছি। তারপর আমরা নিষ্ঠুর রাস্তা নেব। আর এক্ষুণি আমাদের কুকুর ছেড়ে দিচ্ছি রাস্তায় রাস্তায়। দেখা যাক যদি এইভাবে ওকে ধরা যায়। এখন আপনি ভাল আছেন তো। আমি চলি। কথাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে সদর দরজার কাছে এগিয়ে এল কর্ণেল এডি। কেম্পের ঝি তখন বিচ্ছিরীভাবে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। একটু হেসে এডি বলল, আরে তুমি এখনো চেঁচিয়ে যাচ্ছ কেন? অদৃশ্য মানুষ তোমাদের বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে।

—ও আর আমাদের মারবে না তো?

—আরে না। এখন তুমি তোমার কাজে যাও। মনিবের সেবা করো গিয়ে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল কর্ণেল এডি।

পনেরো

সেইদিনই সমস্ত বাস আর মোটর ড্রাইভারদের বার্ডক শহর ত্যাগ না করার নির্দেশ দিল পুলিশ। বার্ডক শহর কুড়ি মাইলের মধ্যে অন্য কোন যানবাহন নিষিদ্ধ হল। কিন্তু ট্রেন বন্ধ করা সম্ভব হল না। শহরের পুলিশ রেল পুলিশকে অনুরোধ করল, বার্ডক ষ্টেশনে পৌঁছোনোর আগেই যেন তারা সমস্ত কম্পার্টমেণ্টে তালা লাগিয়ে দেয় যাতে বার্ডক ষ্টেশনে কেউ নামাওঠা না করতে পারে আবার পরের ষ্টেশনে তালাগুলি খুলে দেওয়া হবে। রেল কর্তৃপক্ষ মালগাড়ী চলাচল বন্ধ করে দিল। কিছুদিনের জন্য শহরের স্কুল, কলেজ, অফিস বন্ধ হয়ে গেল। পুলিশ গিয়ে লোকের বাড়ী বাড়ী বলতে লাগল কেউ যেন অকারণে দরজা না খুলে রাখে। খাবারের দোকানগুলিকে বলা হল তারা যেন খাবার দাবারের শো-কেসগুলো ভাল করে বন্ধ রাখেন যাতে কেউ কোন খাবার তুলে না নিতে পারে।

এদিকে পুলিশের কানে একটার পর একটা নানারকম উড়ো খবর আসতে শুরু করেছে। সবই অদৃশ্য মানুষ সংক্রান্ত। কে নাকি দেখেছে একটা লোহার ডাণ্ডা আপনি থেকেই শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কে নাকি দেখেছে, অদৃশ্য মানুষ একটা বাচ্চা ছেলের পা ভেঙে দিয়েছে। কেউ খবর দিল, পাহাড়ের পাশে বসে নাকি পাগলের

www.BanglaBook.org

মতো অদৃশ্য মানুষ হো-হো করে হাসছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এরকম নানা ধরনের উড়ো খবর এসে পৌঁছোতে লাগল পুলিশের কানে। সমস্ত শহর জুড়ে অদৃশ্য মানুষকে নিয়ে নানারকম জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। সর্বত্রই বেশ একটা উত্তেজনার ভাব। সবাই আতঙ্কিত। কে জানে কখন কার ঘাড়ে অদৃশ্য মানুষের কোপ পড়ে। শহরের লোকজন রাস্তাঘাটে বেশি বেরোয় না। দোকানপাট তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ীর দরজা লোকে বেশিক্ষণ খুলে রাখে না। বার্ডক ষ্টেশনে কেউ নামাওঠা করে না। ফলে ষ্টেশন একেবারে জনশূন্য। অদৃশ্য মানুষই এই মুহূর্তে শহরের সবচাইতে বড় খবর। খবরের কাগজে পর্যন্ত প্রতিদিন অদৃশ্য মানুষকে নিয়ে নানারকম গল্প ছাপা চলছে। ওদিকে পুলিশ কিন্তু এখনো অদৃশ্য মানুষ অর্থাৎ গ্রিফিনের কোনো হদিশ বার করতে পারে নি।

দু-একদিন বাদে নিজের বাড়ীতে বসে কর্ণেল এডির সঙ্গে কথা বলছিল কেম্প। এডিকে সে জিজ্ঞেস করল, অদৃশ্য মানুষের কোনো খবর পাওয়া গেল ?

—না, এখনো তো তেমন কোনো খবর পেলাম না যার উপর নির্ভর করা যায়।

—চেষ্টা তো সবরকম ভাবেই করা হচ্ছে তবু পাখী ফাঁদে পড়ছে না।

—পাখী ফাঁদে পড়ছে না অথচ যত আজেবাজে উড়ো খবর কানে আসছে। লোকে বড্ড ভীতু আর খুব তাড়াতাড়ি গুজব ছড়াতে ভালবাসে।

—নির্ভরযোগ্য খবর একটাও আসে নি ?

—না।

—তাহলে ?

—দেখুন আমরা পুলিশ। শেষ পর্যন্ত না দেখে আমরা হাল ছাড়ি না। শেষের ফাঁদটি তো আমি এখনো পাতিই নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তার মানে ওই ভাঙা কাঁচের ব্যাপারটা ?

—নিশ্চয়ই। ওটা তো হাতে রয়েছেই আমাদের। ওতে ওকে ধরা পড়তেই হবে।

ঠিক সেইসময় একটি ঢিল এসে জানলার কাঁচে আঘাত দিল। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল জানলার কাচ। ঢিলটা ঘরের মধ্যে পড়ে আছে সঙ্গে একটা চিঠি। চিঠিটা তুলে নিল কেম্প। তাকেই উদ্দেশ্য করে লেখা। পড়তে পড়তে সে অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে গেল। এডি জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার ? কার চিঠি ?

—অদৃশ্য মানুষের।

—অদৃশ্য মানুষের ?

—হ্যাঁ অদৃশ্য মানুষের।

—কাকে লিখেছে ?

—আমাকে।

—পড়ুন তো শুনি।

—পড়ছি।

চিঠিটা জোরে জোরে পড়তে শুরু করল কেম্প···শয়তান, বদমাইস, বিশ্বাসঘাতক, নরাধম, ইতর, ছোটলোক, পুলিশ সেদিন তোমাকে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু বারে বারে তোমাকে কে বাঁচাবে ? তোমার পুলিশের ক্ষমতা আছে আমাকে গ্রেপ্তার করা ? কোনদিন তারা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। কোনদিন না। পাষণ্ড, বদমাইস আমার পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছ। কোনদিন তোমরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। জেনে রাখো স্বচোর দল, আমি আমার জল, খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছি। আজ থেকে বার্ডক শহর আমার সম্পত্তি, আমার খাস মুলুক। আমার উপর তোমাদের রাণীর কোন হুকুম খাটবে না। এই শহরে একমাত্র স্বাধীন রাজা আমি। এইবার তোমরা আমার প্রথম ঘোষণা শোন :—তুমি, ডাক্তার কেম্প একটি লেজহীন শিক্ষিত বাঁদর।

www.BanglaBook.org

আমার প্রথম কাজ হচ্ছে এই বিশ্বাসঘাতক নরাধমটিকে কুকুরের মতো হত্যা করা। আমার রাজ্যে কোন বিশ্বাসঘাতকের স্থান নেই।

—বার্ডক শহরের রাজা

অদৃশ্য মানুষ।

চিঠি পড়া শেষ করে কেম্প কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল। কর্নেল এডি বলল, ঘাবড়াবেন না। একটুও ভয় পাবেন না। এক্ষুনি আমি থানায় খবর দিচ্ছি। একদল পুলিশ সবসময় আপনাদের গার্ড দেবে।

—কিন্তু যদি ও আমাকে খুন করে?

—অসম্ভব। যতক্ষণ আমরা এখানে আছি, আপনার গায়ে হাত দেওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। আরেক দিক দিয়ে এটা বরং ভালই হল।

—কি রকম?

—ওর তো এখন সম্পূর্ণ নজরটা আপনার দিকে। সেইজন্য ওকে গ্রেপ্তার করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। চলুন নিচে গিয়ে থানায় ফোনটা করি।

টেলিফোনের ঘরে এসে রিসিভার তুলে থানায় ফোন করার চেষ্টা করল এডি। কিন্তু টেলিফোনে কোন শব্দই হল না। কেম্প নিজেও চেষ্টা করল। টেলিফোন নিরুত্তর। এডি বলল, মনে হচ্ছে অদৃশ্য মানুষ আমাদের টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়েছে।

—আমারও সেরকম মনে হচ্ছে। নইলে ফোন তো একটু আগে ভালই ছিল।

—তাহলে আমি আপনার ঝিকে পাঠাই। ওকে ডাকুন তো। একটা চিঠি দিয়ে ওকে থানায় পাঠিয়ে দিই।

ঝিকে ডেকে আনল কেম্প। বলল, ইনসপেক্টরের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে থানায় যাও। পুলিশ নিয়ে আসতে হবে।

—না না। এরকম ভাবে আমি থানায় যেতে পারব না। অদৃশ্য মানুষ যদি রাস্তায় আমাকে খুন করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তোমার যত পাগলের মতো কথা। অদৃশ্য মানুষ তোমাকে খুন করতে যাবে কেন? শুনছই তো ওর যত রাগ আমার ওপরে! তোমাকে সে অকারণে মারতে যাবে কেন?

—কিন্তু আমার খুব ভয় করছে স্যার। রাস্তা দিয়ে চলব। ওকে তো চোখেই দেখতে পাব না। হঠাৎ যদি এসে আমাকে ধরে বুঝতেই পারব না।

—আরে না, তোমাকে ধরবে না বলছি তো। তুমি যাও। থানায় গিয়ে খবর দাও। কর্নেল সাহেবের চিঠি দেখলেই ওরা পুলিশ পাঠিয়ে দেবে। কোন ভয় নেই তোমার। যাও।

—আচ্ছা। নিমরাজি হল ঝিটি।

পেছনের দরজা দিয়ে ঝিকে থানায় পাঠিয়ে দিল কেম্প। এডিকে নিয়ে তারপরে সে বসল ওপরে।

হঠাৎ রাস্তা থেকে বিকট চিৎকার কানে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুজনে দেখল, কেম্পের ঝি রাস্তার ওপর শুয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। আর, কর্নেলের লেখা চিঠিখানা স্থির হয়ে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক সেকেণ্ড বাদে কে যেন চিঠিটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। কেম্প এডিকে বলল, অদৃশ্য মানুষ আমার ঝিকে আক্রমণ করে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন কি উপায়?

—উপায় একটা বার করতেই হবে। আমি নিজে থানায় যাচ্ছি।

—আপনি গেলে আমার কি হবে? আমি তো এখানে একা হয়ে যাব।

—অকারণে ভয় পাবেন না ডাক্তার। ওই অদৃশ্য মানুষকে যে ভাবে হোক আমাদের গ্রেপ্তার করতেই হবে। দরজা বন্ধ করে আপনি এখানে থাকুন। আমি একটু বাদেই ঘুরে আসব।

—এভাবে কি আপনার না গেলেই নয়। ও যদি কোন ফাঁকে একবার ঢুকে পড়তে পারে তাহলে আমাকে শেষ করে দেবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভয়ংকর প্রতিহিংসা ওর। আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি। পিশাচের মতো প্রতিহিংসা চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত একটার পর একটা খুন করতে ওর একটুও দ্বিধা নেই। ওই রক্ত পিশাচের হাতে এভাবে আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাবেন না কর্নেল।

—আমি তো বলছি ডাক্তার। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনার কিছু হবে না। সবসময় আপনার পিস্তলটাকে রেডি করে রাখবেন। কেননা বুঝতে পারছেন তো থানায় খবর না দিলে পুলিশ আনব কেমন করে? আপনার ফোনটাও তো খারাপ। আপনার চিন্তা করার দরকার নেই।

কর্নেল এডি কেম্পের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে কেম্প হাতে পিস্তল নিয়ে দোতলায় চলে এল।

কেম্পের বাড়ীর পেছন দিয়ে একটা রাস্তা সোজা থানায় চলে গেছে। এই রাস্তাটা ধরলে শটকাটে থানায় পৌঁছোনো যায়। তাড়াহুড়োতে এডি সেই রাস্তাটিই বেছে নিল। কিছুক্ষণ বাদেই কে যেন ধাক্কা দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। কে যেন তার বুকের উপর চেপে বসে পড়েছে। এডি বুঝল, সে অদৃশ্য মানুষের খপ্পরে পড়ে গেছে। পিস্তল বার করে গুলি চালাতে গেল, পারল না। হা হা করে অট্টহাসি হাসতে হাসতে পিস্তলটা কেড়ে নিল অদৃশ্য মানুষ। ব্যঙ্গ করে বলল, কি হল চাঁদবদনি। গুলি ছোঁড়া গেল না। আমাকে গুলি করে মারা হবে? সাধ তো বড় কম নয় চাঁদু। দাঁতে দাঁত চিপে গর্জে উঠল এডি, হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিলে তাই পারলাম না গুলি করতে। নইলে আজ তোমাকে আমিই শেষ করে দিতাম।

—কিন্তু এখন তোমাকে কে বাঁচাবে জাদুধন? মিস্টার এডি এখন তুমি কি করবে? খুব তো আমার পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছ। আমার খাওয়া বন্ধ করে দেবে, আমার আশ্রয় জুটবে না। কত সাধ তোমাদের তাই না? কিন্তু এখন?

www.BanglaBook.org

—এখন তুমি আমাকে মারতে পার? আমি এখন নিরস্ত্র। যে কোন মুহূর্তে তুমি আমাকে গুলি করে শেষ করে দিতে পার। তাহলে দেরী করছ কেন? গুলি চালাও।

—আরে দূর। তোমাকে কে মারবে? তোমাকে আমি মানুষ বলে গণ্যই করি না। তোমায় খুন করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। এই ছাখো তোমায় ছেড়ে দিলাম।

এডিকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল অদৃশ্য মানুষ। এডিও উঠে দাঁড়াল। গায়ের ধুলো ময়লা ঝাড়তে লাগল। অদৃশ্য মানুষ বলল, তোমায় আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য চাই। আমাকে সাহায্য কর এক্ষুনি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। বল সাহায্য করবে?

—কিসের সাহায্য?

—আবার তোমাকে কেম্পের বাড়ীতে ঢুকতে হবে।

—তার মানে দরজা খোলার সুযোগে তুমিও ঢুকে যাবে। আর ওকে খুন করবে এই তো?

—হ্যাঁ। ও বিশ্বাসঘাতক। মৃত্যুই ওর একমাত্র শাস্তি।

—সে আমি হতে দেব না। সে অসম্ভব।

—মনে রেখো এডি, আমার কথার অমান্য করে তুমি কিন্তু তোমার মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে আসছ। ভাল করে ভেবে ছাখো, হয় কেম্পকে আমার হাতে তুলে দাও নইলে মৃত্যু বেছে নাও। তোমাকে আমি দুই মিনিট সময় দিলাম। কেম্প বিশ্বাসঘাতক। ওকে আমি শেষ করে দেব। এ বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করতে হবে। যদি রাজি থাক তো ভাল। নইলে মরতে হবে। কোন্‌টা চাও? ঠিক দুই মিনিট সময় তোমায় দিলাম।

—অসম্ভব। অসম্ভব। আমি পুলিশ, এ জিনিষ আমি কিছুতেই হতে দেব না। কেম্পের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আমি কিছুতেই করব না। তোমার যা ইচ্ছে করতে পার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তাহলে মর।

অদৃশ্য মানুষের পিস্তল থেকে একটি বুলেট বেরিয়ে এল। কর্ণেল এডি লুটিয়ে পড়ল রাস্তার ওপরে।

কিছুক্ষণ বাদে দারুণ বিকট শব্দ শুনে অবাক হয়ে গেল কেম্প। কে যেন জোরে জোরে তার দরজায় আঘাত করছে। জানলা দিয়ে নিচে তাকিয়ে ভয়ে বুক হিম হয়ে গেল তার। একটা কুড়ুল নিজে থেকে তার দরজায় আঘাত করে যাচ্ছে। সেই আঘাতের চোটে সমস্ত বাড়ী থর থর করে কেঁপে উঠছে। অদৃশ্য মানুষ তাহলে আমার বাড়ীতে আক্রমণ করল। এখন কি হবে? ভয়ানক দুশ্চিন্তা পেয়ে বসল কেম্পকে। দরজা যদি একবার ভাঙ্গে ওর পক্ষে ভেতরে ঢুকে সাংঘাতিক কোন কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলা একেবারেই অসম্ভব নয়।

সারা বাড়ীতে এখন আর একটি লোকও নেই। সে একলা রয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশের বাঁশীর শব্দ কানে এল। পুলিশ তাহলে আসছে। একটু যেন স্বস্তি বোধ করল কেম্প। তাহলে তো সে বেঁচে যেতে পারে। সে দেখল, তিনটি পুলিশ নিয়ে তার ঝি দৌড়তে দৌড়তে আসছে।

আসলে অদৃশ্য মানুষের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেম্পের ঝি এক দৌড়ে থানায় চলে যায় এবং সমস্ত জানিয়ে দেয়। থানা থেকে সেই পুলিশ নিয়ে আসছে।

সদর দরজার কলিং-বেল বেজে উঠল। ততক্ষণে অবশ্য কুড়ুলের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। কেম্প ভাবল, অদৃশ্য মানুষ পুলিশ দেখে পালিয়ে গেছে। নিচে নেমে দরজা খোলার আগে সে জিজ্ঞেস করল, কে?

বাইরে থেকে নারীকণ্ঠে কে যেন বলল, আমি। দরজা খুলুন। পুলিশ নিয়ে এসেছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গলা শুনে কেম্প বুঝল, এ তার ঝি। এখন আর দরজা খুলতে তার কোন অসুবিধা নেই। অদৃশ্য মানুষের পক্ষে তার ঝি-এর গলা নকল করা সম্ভব নয়।

সে দরজা খুলে দিল। পুলিশ নিয়ে ঝি ভেতরে ঢুকল। তখন একজন পুলিশ এসে খবর দিল রাস্তায় সে এডির মৃতদেহ দেখে এসেছে। পিস্তলটা তার পাশেই পড়ে আছে।

কেম্প সঙ্গে সঙ্গে বলল, তাহলে এক্ষুনি দরজাটা বন্ধ করে দাও নইলে অদৃশ্য মানুষ চট করে ভেতরে ঢুকে যাবে। কর্ণেলকে হত্যা করল। এত বড় শয়তান।

পুলিশটি উত্তর দিল, ওর শয়তানি আজ আমরা ঘোচাবই। কর্ণেলের হত্যার বদলা আজ নেব।

সদর দরজা বন্ধ করে সকলে উপরে উঠে এল। বারান্দায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে কেম্পের গলা টিপে ধরল, আমি কত বড় শয়তান এবার তা বুঝতে পারবে তুমি। বিশ্বাস-ঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু।—আচমকা গলা টিপে ধরাতে কেম্পের দম বন্ধ হয়ে আসছে। রেহাই পাওয়ার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অদৃশ্য মানুষ তাকে টানতে টানতে বারান্দার একটি কোণায় নিয়ে গেল। শয়তানি শক্তি এত ভয়ংকর হতে পারে কেম্পের যেন ধারণাই ছিল না। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতে পারছে না যে তাকে জোর করে বারান্দার কোণায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে দৃশ্যটা যে অস্বাভাবিক তাতে সন্দেহ নেই। একজন একটু আশ্চর্য হয়ে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল, ডক্টর কেম্পের হলো কি?

তাই তো বুঝতে পারছি না। কি রকম অস্বাভাবিক লাগছে ওনাকে। দেখে মনে হচ্ছে ভয় পেয়ে গেছে।

—মনে হচ্ছে অদৃশ্য মানুষ ওকে আক্রমণ করেছে।

—চল তো দেখা যাক।

ওদিকে অদৃশ্য মানুষ ততক্ষণে কেম্পকে দেওয়ালের সঙ্গে

www.BanglaBook.org

ঠেসে ধরেছে। পুলিশ কেম্পকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতেই অদৃশ্য মানুষ কেম্পের পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে পুলিশদের দিকে রুখে দাঁড়াল, সাবধান। আর এক পা এগিয়েছ কি গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব। অদৃশ্য মানুষের হাত থেকে রেহাই পেয়ে হাঁফাচ্ছে কেম্প। হাত বাড়িয়ে সে অদৃশ্য মানুষের পিঠ অনুভব করল। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন পুলিশকে সে চিৎকার করে বলল, এক্ষুনি ওকে পেছন থেকে বাঁধ। ওকে ধরতেই হবে। কেম্পের গলা শুনে দিশেহারার মতো গুলি চালাল অদৃশ্য মানুষ। গুলির লক্ষ্য নষ্ট হল। সঙ্গে সঙ্গে একজন পুলিশ তার হাতের লাঠি নিয়ে অদৃশ্য মানুষের হাতে আঘাত করে পিস্তলটা ফেলে দিল। পিস্তলটা পড়তেই আরেকজন সেটা কুড়িয়ে নিল। ঠিক তখুনি অদৃশ্য মানুষ বেপরোয়া ভাবে কেম্পকে একটা লাথি কষাল। তীব্র আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল কেম্প। তবু চিৎকার করতে থাকল। ওকে ধরো, ধরো, পালাতে দিও না। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কয়েকজন পুলিশ মিলে নিচে চলে এল। নিজে থেকেই সদর দরজা খুলে গেছে। অর্থাৎ অদৃশ্য মানুষই খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। হতাশ হয়ে কেম্প বলল, শয়তানটা আবার পালাল।

—পালাতে পারবে না। একজন পুলিশ বলল।

—কেন?

—পুলিশের কুকুর আর পুলিশবাহিনী বাইরেই আছে। ঠিক ধরে ফেলবে।

—তাহলে দেরি করছ কেন? ডাকো ওকে। তোমাদের কুকুর বাড়ীর ভেতরে আসুক। অদৃশ্য মানুষকে ধরতেই হবে।

এখান থেকে গন্ধ শুঁকে শুঁকে ওরা ঠিক বার করতে পারবে। ধরতেই হবে ওকে।

পুলিশটি কুকুর নিয়ে আসার জন্য বাইরে বেরোতেই দেখা গেল, একটা কুড়ুল তীরের মতো ছুটে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল। কেম্পের

www.BanglaBook.org

উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুড়ুলটি। প্রচণ্ড চিৎকার করতে লাগল কেম্প, বাঁচাও, বাঁচাও।

কুড়ুল দিয়ে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে গুলিও ছুঁড়ে দিল অদৃশ্য মানুষ। কিন্তু কোনটাই তার কাজে লাগল না। সব কিছু ঘটে গেল এক লহমার মধ্যে। একজন পুলিশ আন্দাজ করে কুড়ুলের হাতলের ঠিক পাশে লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল, অদৃশ্য মানুষ। হাত থেকে তার কুড়ুল পড়ে গেল। পুলিশটি ঠিক জায়গায় আঘাত করেছে। কিন্তু কুড়ুল পড়ে গেলেও হাল ছাড়ার পাত্র নয় অদৃশ্য মানুষ। কেম্পের নাকে সে সপাটে একটি ঘুষি চালিয়ে দিল। দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কেম্পকে চিৎপাত করে সে তার বুকের উপর চেপে বসল। গলাটা টিপে ধরল মারাত্মকভাবে। কেম্প হয়তো তখুনি মারা যেত। কিন্তু একজন পুলিশ বুদ্ধি করে কুড়ুলটা নিয়ে কেম্পের একটু ওপরে আন্দাজে চালিয়ে দিল। কাতর আর্তনাদ করে পড়ে গেল অদৃশ্য মানুষ। জলীয় কি যেন বেরিয়ে মেঝে ভেসে গেল রক্ত। অদৃশ্য মানুষের দৃশ্যমান রক্ত। মানুষ অদৃশ্য হলেও রক্ত অদৃশ্য নয়। এলোপাথাড়ি আন্দাজে মারতে লাগল সকলে। কেম্প ততক্ষণে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়িয়েছে। রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে।

লোকজন কমে গেছে বিস্তর। কেম্পের ঝি চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করছে। কেম্পকে কোনরকমে অনুরোধ করে বলল, অদৃশ্য মানুষ, আমায় আর মেরো না কেম্প।

কেম্প পুলিশদের বলল, ছেড়ে দাও আর মারতে হবে না। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল কেম্প, তোমার কি খুব বেশি লেগেছে গ্রিফিন? খুব বেশি আঘাত পেয়েছ?

কেম্পের প্রশ্নের উত্তর কেউ দিল না। কেম্প আবার জিজ্ঞেস করল, কি হল গ্রিফিন কথা বলছ না। কি হয়েছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু কেউ এবারও কোনও উত্তর দিল না। আসলে উত্তর দেবার মতো আর কেউ নেই। গ্রিফিন ইতিমধ্যেই মারা গেছে। ঝুঁকে পড়ে দেহটি অনুভব করল কেম্প। পরীক্ষা করে বুঝল, সত্যিই গ্রিফিন মারা গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে অবাক বিস্ময়ে কেম্প এবং আর সকলে লক্ষ্য করল, অদৃশ্য মানুষের দেহ একটু একটু করে ফুটে উঠছে। প্রথমে পা তারপর আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ শরীর। প্রথমে কালো কালো ছায়ার মতো তারপরে স্বচ্ছ কাচের মতো, অস্পষ্ট থেকে একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠল বীভৎস ক্ষতবিক্ষত মৃত দেহটি। সকলে চিৎকার করে উঠল, উফ্, কি ভয়ানক দৃশ্য! ঢাকা দাও ওকে। একটা কিছু দিয়ে ঢেকে দাও।

সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো গ্রিফিনের মৃতদেহ। স্তব্ধ, অপলক দৃষ্টিতে কেম্প সেদিকে তাকিয়ে আছে। একজন পুলিশ ইনসপেক্টর এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছেন ডাক্তার কেম্প? গ্রিফিনের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ জলে ভরে এসেছিল কেম্পের। ইনসপেক্টরের প্রশ্নে তার সম্বিৎ ফিরল। চোখের জল মুছে সে বলল, বিজ্ঞান কি অসাধ্য সাধন করতে পারে গ্রিফিন তাই প্রমাণ করে গেল। ঠিকভাবে চললে ও বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হতে পারত। কিন্তু ভুল পথ আর দম্ভ ওকে শেষ করে দিল। এর চাইতে দুঃখের আর কি আছে! আশীর্বাদের বদলে ও হয়ে দাঁড়াল অভিশাপ। এর চাইতে বেদনার, এর চাইতে কষ্টের আর কি হতে পারে।—অভিশপ্ত বৈজ্ঞানিকের মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল বৈজ্ঞানিক ডাক্তার কেম্প।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG